প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৯ সাল

প্রচ্ছদপট শিল্পী : রণেন মুখোপাধ্যায়
দেবকুমার কলামন্দির
(ব্যারাকপুর)

প্রকাশক : শ্রীনৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সৈদাবাদ : মুর্শিদাবাদ

মুদ্রাকর : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
প্রতিভা প্রিন্টীং ওয়ার্কস
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
/০	১৮	উঠবে। অগ্নিযুগেব	উঠবে অগ্নিযুগের
৵০	৪	দীর্ঘ	দীর্ণ
৵০	১০	মানুষেবা	মানুষ
৶০	৩	সত্যিকারের	সত্যকারের
১	৩	ফোকাসের সঙ্গে থেকে আলো	ফোকাসের আলো
৩	৯	পরিশ্রম এই এমনি	পরিশ্রম এমনি
৫	৯	যোগার	যোগাড়
১২	১৬	নোস্কলওয়ালে	নোকরওয়ালে
১৫	২	What do you ?	What do you do
১৫	২	Cannot	Connect
১৫	২১	Hight	Light
১৯	৭	ও বৌমা	অ বৌমা
২২	৩	এনারথি	এনারখি
২২	১৮	দাগী ঘোষ	দানী ঘোষ
২৮	৫	কথাটথা	কথা
৩৫	৯	ছোড়লে	ছোড়নে
৩৫	১১	অস্তর	অওর
৩৬	২	আদমী বালিয়ে	আদমী কা লিয়ে
৩৬	৩	হো মে যায়ে	হো যায়েগা
৩৬	৭	ফৌজ	মৌজ
৩৬	১২	দয়াতর	দফতর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬	৩	ইস্তিকি	ইস্তিরি
৫৯	২০	সাথী	সাক্ষী
৬১	১৪	তাহার সত্ত্বা	তাহার সমস্ত সত্ত্বা
৬৪	২	বাবার পায়ের	বাবা পায়ের
৭৪	১৮	ফোর্ণে	ফোর্সে
৭৭	৫	কপাল সঙ্গে	কপাল সঙ্গ
৭৭	৬	তার র কি	তার কি
৮৩	১	D. I. G.	D. S. P.
৮৭	১৪	D. I. G.	D. S. P.
৯১	১৭	মদন চন্দোব	অনঙ্গমোহন
৯২	২	মদনকে	অনঙ্গকে
৯২	১২, ১৬, ২০	মদন	অনঙ্গ

ভূমিকা

এই নাটকের মূল কাহিনী অগ্নিযুগের বিপ্লবী সেনানী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর কাছ থেকে পাওয়া, এবং তাঁরই প্রেরণায় এই নাটক রচনার প্রয়াস ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ। তাঁর ঋণ শোধ হবার নয়।

বাংলার বিপ্লবীকূল তাঁদের সুমহান তপস্যার গৌরবে আজ সমগ্র দেশের নমস্য। দেশব্যাপী অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে মুষ্টিমেয় তরুণের প্রাণে যে বহ্নির শিখা জ্বলে উঠেছিল, তাই একদিন দেশের বুকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে বিরাট হোমানলরূপে। তাঁদের নিভৃত সাধনা সূচনা করেছিল এক অত্যুজ্জ্বল নবযুগের সার্থক আহ্বান। বিপুল বাধা অতিক্রম করে রচনা করেছিল এক রাজবর্ত্মের্যর দীর্ঘ প্রসার। সেই পথ বেয়ে স্বাধীনতার স্বর্ণরথ আজ ভারতের দ্বারে উপনীত।

দেশ স্বাধীন হলেও বিপ্লবীর কাহিনীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। নিঃশেষ হয়ে যায় নি তাঁদের দুশ্চর তপস্যার ইতিহাস। অনাগত কালেও যে কোন দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। অগ্নিযুগের বাংলা মায়ের এই বীর সন্তানদের চির উজ্জ্বল কাহিনী—তাঁদের যোগাবে প্রেরণা—দেবে আলোকের সন্ধান।

যুগ-সঞ্চিত ঘোর তমিস্রার ঘন আবরণ ভেদ করে স্বাধীনতার নবোদিত সূর্য্য আজও তার কিরণজাল পূর্ণচ্ছটায় বিকীরণ করতে পারে নি। দেশের আকাশ বাতাস আজও অগণিত সমস্যার দীর্ঘ হাহাকারে মুখরিত। তবু নীরব বেদনায় সমগ্র দেশবাসী প্রার্থনা করছে একদিন যে মহা-তপস্যার হোমানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে—শত শত দধীচির নিঃশেষ আত্মদানে—তা অনির্ব্বাণ তেজে চির উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে—উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে অধুনা ক্লিষ্ট মানব জীবন, সর্ব্ব ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব মহিমায়। সত্য, শিব, সুন্দরের আবির্ভাবে আজকের মানুষেরা হবে উদ্বুদ্ধ—লাভ হবে অমৃত।

বাংলার নাট্যাকাশেও আজ অন্ধকারের ঘনঘটা। বাংলার আধুনিক নাট্যসাহিত্য আজ বিগত ঐশ্বর্য্য। তবু প্রার্থনা করি নাট্যামোদী সুধীগণ বিশেষ করে বাংলার উৎসাহী তরুণগণ এই নাটককে যদি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং অভিনয় করে জনগণের সামনে দেশের এক অতি বিচিত্র অধ্যায়ের ছবি তুলে ধরেন—দশের তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজনই হবেন।

এই নাটকের কাহিনী অলীক কল্পনাপ্রসূত নয় বহু-লাংশে বাস্তব। তবে নাটক—নাটকই,—ইতিহাস নয়। সত্যকে অবিকৃত রেখে কল্পনার আশ্রয় নেবার সম্পূর্ণ অধিকার নাট্যকারের আছে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক কারণেই পাত্র-পাত্রীগণের আসল নামের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করেছি। তৎকালীন নায়কগণের

অনেকে এবং তাঁদের কার্য্যকলাপের সহিত পরিচিত বহু ব্যক্তিই আজও জীবিত আছেন। কাল্পনিক নামের অন্তরালে সত্যিকারের মানুষগুলিকে তাঁরা অন্ততঃ সহজেই চিনতে পারবেন।

পরিশেষে নিবেদন এই নাটক প্রণয়নে এবং প্রকাশে যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সাহায্য লাভ করেছি, এই সঙ্গে তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। নিবেদন ইতি—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

অগ্নিশিখা

—পাত্র-পাত্রীগণ—

ডাঃ সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
অভয় চট্টোপাধ্যায়
কুমুদ কর
অনঙ্গ বিশ্বাস
শিবেশ চক্রবর্ত্তী
অমূল্য ঘোষ
মদন ঘোষ
রবীন ঘোষ
মনোহর গুপ্ত
সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজীব দত্ত
বিজয় দত্ত
কেশব
শিবরাও পানিকর
প্রভাত বিশ্বাস
শ্যামচাঁদ সা
মহেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

} বিপ্লবী নায়ক ও কর্ম্মীগণ

গিরিশ	... ...	ডাক্তারের বন্ধু
মিঃ ট্রিগার টমসন অতীন চট্টোপাধ্যায় শান্তনু চট্টোপাধ্যায় তুকড়ি গড়গড়ি		পুলিশ কর্ম্মচারী
সিগনালার বাবু	... ...	শাশ্বতীর স্বামী
মগনরাম বাগারিয়া	... ...	মাড়োয়ারী ব্যবসাদার
বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ	... ...	স্পাই
শাশ্বতী জ্যাঠাই মা		বিপ্লবী কর্ম্মী
বড় বৌ	... ...	গিরিশের স্ত্রী

স্ত্রীলোকগণ, বালিকাগণ প্রভৃতি।

ফিরিওয়ালা, কুলী, যাত্রীগণ, স্পাই, সেপাই, গ্রামবাসীগণ, পথিক, রোগী, হিন্দুস্থানী, শোভাযাত্রীগণ ইত্যাদি।

অগ্নিশিখা

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(মঞ্চান্তরালে মিলিটারী হুইশ্লের তীব্র আওয়াজের সাথে ভেসে আসছে সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদির শব্দ—এর মাঝে ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হলো। অন্ধকার মঞ্চ। এক একবার তীব্র ফোকাসের সঙ্গে থেকে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়ছে। হঠাৎ যন্ত্র-সঙ্গীতের একটা মুর্চ্ছনা উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। সেই ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মিলিটারী বিক্ষেপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মঞ্চের আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল। দেখা গেল তিলজালা অঞ্চলে একটি ছোট গৃহ প্রাঙ্গনে তুলসী-মঞ্চে দীপ জ্বালিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণামরতা শাশ্বতী। আশে পাশের বাড়ীতে বেজে উঠেছে সন্ধ্যার মঙ্গলশঙ্খ। পাশের বাড়ী থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত "দেশ দেশ নন্দিত করি," সতর্ক পদ-সঞ্চারে প্রবেশ করলেন ডাক্তার, এসে একেবারে শাশ্বতীর সামনে দাঁড়ালেন। মুখ তুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে বিস্মিতা ও পুলকিতা শাশ্বতী তাঁকেও একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলেন।)

শাশ্বতী। ডাক্তার দা! (প্রণামান্তর) আসুন, আসুন, বসুন এসে। কেমন আছেন ডাক্তার দা? কোথায় ছিলেন এতদিন?

ডাক্তার। (অম্লান হাসিতে) ঘর ছাড়াদের জীবনে কোথায়,—কেমনের বালাই কি আজও আছে দিদি?

শাশ্বতী। ভুলে গিয়েছিলাম দাদা যে তোমাদেরকে একথা জিগ্যেস করতে নেই। সর্ব্বত্যাগী রাজ-রাজেশ্বর তোমরা—নিবিষ্ট রয়েছ একই মহাতপস্যায় দেশের স্বাধীনতা অধিকার। কতদিনে এ তপস্যায় তোমাদের সিদ্ধিলাভ হবে জানিনে—কিন্তু মেয়েদের মন—নিশ্চিন্ত যে থাকতে চায় না দাদা!

ডাক্তার। নিশ্চিন্ত থাকতে আমরাও বা কেন দেব দিদি? কিন্তু আমি ভাবি শাশ্বতী—এই অভাগাদের কথা এমন করে ভাবতে তোমায় কে শেখালে?

শাশ্বতী। তাই বই কি! দৃষ্টি অন্ধ না হ'লে তোমাদের কেউ চিনতে ভুল করে? এই পোড়া দেশ বলেই না আজ তোমাদের এত দুর্গতি। ঘর নেই—বাড়ী নেই—আহার নেই—নিদ্রা নেই—বাপ মা, ভাই বোন কোথাও কেউ নেই। কেউ তোমাদের জানতেও চায় না। পথের কুকুরও তোমাদের চেয়ে নিঃশঙ্ক মনে জীবন কাটায়।

ডাক্তার। ব্যস্ত হয়ো না দিদি—অভাগাদের দুঃখে যখন কাঁদতে

শিখেছ তখন হয়তো তোমার দুঃখেরও আর বেশী দেরী নাই। এখন দাও তো ভাই—তোমার ভাণ্ডারে চিঁড়ে-মুড়ি কি আছে দুটো মুখে দিই। কটা দিন যা তাড়া-হুড়োর উপর দিয়েই কেটেছে—

শাশ্বতী। এখখুনি দিচ্ছি। (প্রস্থান ও ক্ষণপরেই বড় বাটিতে করিয়া মুড়ি ও মোয়া লইয়া প্রবেশ) আমার নিজের হাতে তৈরী। জানো দাদা কি আশ্চর্য্য? এই মোয়া তৈরী করবার সময় বার বার মনে পড়েছে তোমার কথা। কে জানতো আমার সব পরিশ্রম এই এমনি করেই সার্থক হ'য়ে উঠবে!

ডাক্তার। (খাইতে খাইতে) তাইতো তোমায় বলি দিদি—নিজেদের ঘর নেই বলেই সব ঘরই আমাদের ঘর—নিজেদের মা-বোন ছাড়া হয়ে দেশের সব মেয়েই আজ আমাদের মা-বোন।

শাশ্বতী। দাদা তোমার একখানা চিঠি কাল এসেছে। এখন দেখবে?

ডাক্তার। চিঠি? দাও দেখি কোথাকার তলব এলো। এই দণ্ডেই হয়তো আবার কোথাও ছুটবার পরোয়ানা—

(শাশ্বতীর পত্র প্রদান ও ডাক্তারের পাঠ।
মুসলমান দরজির বেশে কুমুদের প্রবেশ)

কুমুদ। আপনি পৌঁছে গেছেন? বাপরে—যা রাস্তা—আমি ভেবেছিলাম আরও দেরী হবে।

শাশ্বতী। আসুন কুমুদ বাবু। উনি আসবেন আপনি জানতেন বুঝি?

কুমুদ। (হাসিল মাত্র)

ডাক্তার। যেমন করেই হোক পৌঁছুতে পারব মনে করেই তোমাকে সংবাদ দিয়েছিলাম। আচ্ছা দিদি! তাহলে তুমি চাট্টি ভাতই রাঁধো না! কতদিন পরে পেট ভরে দুটো খেয়ে নিই—

শাশ্বতী। দেখো - খাবার কথা ভুলে গিয়ে - আবার পালিয়ো না যেন। (প্রস্থান)

ডাক্তার। কুমুদ—হলো না, নেপালের পথে সম্ভব হলো না। রকসৌল আর নারকাটিয়াগঞ্জে কড়া পাহারা। আমার মনে হয় আসাম হয়ে ভুটানের পথেই চেষ্টা করা ভাল। সেখানকার পুলিশ তেমন তৎপর নয়। তা'ছাড়া ফেরারী বিপ্লবী ধরবার কায়দা এখনও ওদের আয়ত্ব হয় নি। নকুল কালই চলে যাক আসামে। উত্তর আর পূর্ব্ববঙ্গ হ'য়ে তুমি, আমি, অনঙ্গ - এক মাসের মধ্যেই তার সঙ্গে মিলিত হবো। ইতিমধ্যে ভুটান পর্য্যন্ত সমস্ত ঘাঁটিগুলি সে যেন গুছিয়ে রাখে।

কুমুদ। কিন্তু টাকা?

ডাক্তার। (হাসিয়া) টাকা—That is the eternal puzzle! আচ্ছা—গিরিশের কাছে একবার ঘুরে এলে হয় না?

আমি না হয় চেহারাটা তাড়াতাড়ি একটু বদলিয়ে নিই।

কুমুদ। আপনার কিন্তু একা যাওয়া চলবে না। আমিও যাব সঙ্গে।

(ডাক্তার উঠিলেন। প্রবেশ করিলেন শাশ্বতী)

শাশ্বতী। উঠলেন যে বড়? আমি ভাত চাপিয়ে দিয়ে এসেছি। মুখের ভাত ফেলে গেলে—আমিও কিন্তু উপোস ক'রে মরবো।

কুমুদ। উঠছেন কি সাধে? Dr. Dhanrajএর যে তহবিলে টান পড়েছে। আজ রাতের মধ্যেই অনেক টাকার যোগার চাই। আপনি তৈরী হয়ে নিন ডাক্তার দা। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য আমি ততক্ষণ একখানি রথ ঠিক করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি। (প্রস্থান)

শাশ্বতী। একটা কথা আমায় একদিন বল দাদা সত্যি করে। কোথায় পাবে টাকা এত রাতে?

ডাক্তার। কোথায় পাব বলা শক্ত দিদি। কিন্তু পেতে হবেই। দেখি একবার কোথাও হাত পেতে।

শাশ্বতী। দাঁড়াও একটু। আমি আসছি।

(ত্বরিত পদে প্রস্থান ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একগাছি সোনার হার আনিয়া ডাক্তারের পায়ে রাখিয়া প্রণাম করিলেন)

ডাক্তার। কি এ?

শাশ্বতী। দেশজননীর চরণে আমার সামান্য কিছু নৈবেদ্য।

ডাক্তার। কিন্তু এতো —

শাশ্বতী। কোন কিন্তু নেই দাদা। তুমি তো বলেছ —দেশের সেবার অধিকার সকলের আছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ তো তুমি রাখোনি। তোমাদের সেবার তুলনা পৃথিবীতে নেই। কাছে ডাকোনি। শুধু দূর থেকে এই পূজো-টুকুতেও বঞ্চিত করো না দাদা।

ডাক্তার। তাই হোক দিদি। তোমার এই আন্তরিক পূজোর উপচার আমি হাত পেতেই নিলাম। আশীর্ব্বাদ করি —তোমার কল্যাণ হোক। আর এই দুর্ভাগা দেশের আজকের এই বিপ্লবের ইতিহাস যদি কোন দিন রচিত হয় তাতে আমার এই মা-বোনদের কল্যাণ হস্তের অকুণ্ঠ দানের কথা যেন সোনার অক্ষরেই লেখা হ'য়ে থাকে —

(ডাক্তারের কথার শেষে যেন মাধুর্য্যের একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। পার্শ্বের বাড়ীর অসমাপ্ত গীত পুনরায় ধ্বনিত হইল—
....'বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা'
ইত্যাদি)

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(কাশীপুরের বাগানবাড়ী। "যুগান্তর" এর কর্ম্মীবৃন্দ)

অভয়। এই বিষয়ে ডাক্তারের মতামত জেনে আমরা কর্তব্য স্থির করতে চাই।

ডাক্তার। কিন্তু এই কর্তব্য আমাদের এবার বিশেষ বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হবে বড়দা। আপনারা সবাই জানেন কি ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি আমরা। একুশে ফেব্রুয়ারী ভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন বিশ্বাসঘাতকতায় পণ্ড হয়ে গেছে। আর শুধু কি এই একুশে ফেব্রুয়ারীর আয়োজন? ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থাও আমাদের সম্পুর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তার সাথে প্রাণও বলি দিতে হয়েছে আমীরচাঁদ, আউধ বেহারী, বসন্ত, বালমুকুন্দ, কর্ত্তার সিং, পিংলে এমনি সব বীর সাধকদের। শচীন, গিরিজাবাবু এদের হয়েছে দীপান্তর। ব্যর্থ হ'য়ে নূতন আয়োজনের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করেছেন রাসবিহারী বোস, নরেন ভট্টাচার্য্য, অবনী মুখার্জ্জী।

শিবেশ। এতেই যদি শেষ হতো—তবুও সান্ত্বনা থাকতো। কিন্তু বিপ্লবীর অদৃষ্টে কত যে নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা জমা হ'য়ে ছিল— কে তার হিসেব দেবে?

ডাক্তার। সত্যিই তাই শিবেশ। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন, কানাইলালের রক্তেও বাংলার ললাটের কলঙ্ক-

কালিমা ঘুচলো না। আমাদের বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ যতীন দা আর চিত্তপ্রিয় নিহত হয়েছেন বালেশ্বরের যুদ্ধে। নীরেনের ফাঁসি হলো—যতীশ পাগল হয়ে গেল। পূর্ণবাবু, হেমবাবু জেলে—

অমূল্য। এক কথায় আমাদের একেবারে ভরাডুবি হয়েছে। এই অবস্থায় কি করা যায়—তাই আমাদের ঠিক করতে হবে।

মনোহর। আমাগো মনে হয় অমূল্যবাবু - রিক্রুটিং আরও জোরে চালাইয়া যাওন উচিত। বাংলার সব জ্যালার দল মিল্যাই যহন ডাক্তারবাবুরে ন্যাতা বইল্যা মাইন্যা লইছে—তহন আর হাঙ্গামাটা কি মশয়? এ্যাহনে যত বেশী ছাইল্যা দলে আইবো—দল ততই শক্তিশালী অইব।

রবীন। হ মনোহর কইলা তো ভালই। আর ঐ সাথে মীর-জাফরের দলও সেই পরিমানে ঢুইক্যা আমাগো গলায় দড়ি পরাইব। রিক্রুটিং মশাই, এবার থেকে খুব সতর্ক হ'য়ে না করলে—বাকী বিপ্লবীর রক্তেই সব চেষ্টা শেষ হয়ে যাবে।

অভয়। যুগযুগান্তরের গ্লানি জমাট বেঁধে আছে দেশের বুকে। রক্তে রক্তেই সে কালো দাগ ধুয়ে দিতে হবে ভাই। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা—পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে নিয়েই এগোতে হবে আমাদের। হয়তো পথের মাঝে

অনেকেই যাবো পড়ে কিন্তু স্থান শূন্য রাখা চলবে না। নতুন নতুন যাত্রী দিয়েই ফাঁক পুরিয়ে নিতে হবে।

ডাক্তার। একদিন না একদিন আমাদের এই অভিযান পৌঁছুবে মুক্তির স্বর্ণদ্বারে—দ্বার যাবে খুলে----সাধনায় হবে সিদ্ধি। তাই চলার গতি আমাদের অব্যাহত রাখতেই হবে। মনোহরের কথা, অভয়দার কথা আপনারা শুনলেন। ব্যর্থতা বিপ্লবীকে নিষ্ক্রিয় করলে চলবে না। অবিলম্বেই আমাদের আবার পূর্ণোদ্যমে বিপ্লবের আয়োজনে ব্রতী হতে হবে—চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য। আমাদের motto হবে no time to the enemy. সময় পেলেই ইংরেজ অজেয় হয়ে উঠবে।

শিবেশ। কিন্তু কি আয়োজন আমরা করবো?

ডাক্তার। Men, money, arms. Arms এর ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবে। অস্ত্র চাই-ই। দু চারটা রিভলভার পিস্তলে কিচ্ছু হবে না—শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের চাই।

কুমুদ। চাওয়া আর পাওয়া তো এক কথা নয়।

ডাক্তার। চাওয়ার মত চাইলেই পাওয়া যাবে। শোননি Bible এর কথা—Search, thou shalt find: Demand, thou shalt get: Knock and it shall be open unto you.

অমূল্য। পন্থা?

কুমুদ। সব পথ খুলে যায় যদি টাকা হয়। বড়খোকা আর আমি সে ভার নিতে রাজি আছি। তিন মাসের মধ্যে চাঁদা আর ঋণে দু লাখ টাকা তুলে দেবার ভার আমাদের।

অভয়। চাঁদা আর ঋণে? মানে?

কুমুদ। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছুটা এককালীন দান আর বাকীটা কর্জ্জ। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সে হিসেব টেনে যেতেই হবে। স্বাধীনতার পর ওটা হবে জাতীয় ঋণ।

ডাক্তার। কুমুদ যা ইঙ্গিত করেছে—তা আমি বুঝেছি। কিন্তু সেটা হবে আমাদের নিরুপায়ের পথ। চাঁদাই আমাদের প্রধান চেষ্টা হবে। না পেলে—অগতির গতি action তো আছেই!

অনঙ্গ। কিন্তু অস্ত্র? অস্ত্র পাওয়া যাবে কোথায়?

ডাক্তার। কোলকাতা, করাচী, বোম্বাই জেটিতে যতদূর সম্ভব আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। জার্ম্মানীর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্যের আশা করা যায় না। শুধু জার্ম্মানী কেন জলপথের উপরই আমাদের আর নির্ভর করা চলে না। এবারে আমাদের পথ হবে অন্য।

কুমুদ। জলপথ বাদ দিয়ে অন্য পথ মানে তো পাহাড়?

ডাক্তার। হ্যাঁ। দেশের মুক্তির প্রয়োজনে অসম্ভবকে এবার সম্ভব করতে হবে। অর্গানিজেশন বিস্তারের ভার নিক

শিবেশ। কুমুদ আর বড়খোকা নিক অর্থ সংগ্রহের ভার। অমূল্য ভার নিক Espionage এর। সকলকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে। এক মুহূর্ত্ত আর বিশ্রাম নয়। এক বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে লাল চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের,—এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর।

মনোহর। আমার ক্যাবলিই মনে হইতে আছে যে, অতর্কিত আক্রমণের ব্যাগে সব ভাইঙ্গ্যা চুইর‍্যা আগাইতে হইব আমাগো। গুপ্ত আক্রমণের স্তর পিছনে ফেলাইয়া উপ-স্থিত হইমু গিয়া প্রকাশ্য বিপ্লবের রাজপথে।

ডাক্তার। ঠিক বলেছ ভাই। ঠিক বলেছ তুমি—স্তরের পর স্তর, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায় অতিক্রম করে সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে বিপ্লব। গোপন স্তর তার শৈশব—ভয়াল প্রকাশ তার যৌবন। আজকের এই নিঃশব্দ গোপনতার অন্তরাল থেকে সে একদিন ফেটে পড়বে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে, ছাত্র, সৈনিক, কৃষক, মজুর এই চতুরঙ্গ বাহিনীর সম্মিলিত হুঙ্কারে দেশ উঠবে কেঁপে, বৃটিশ সাম্রাজ্য পড়বে ভেঙ্গে-ধ্বসে। ব্যথিতের আর্ত্তনাদ রূপায়িত হবে বজ্রনাদে। ধ্বংসের দেবতার সেই রুদ্ররূপ দেখে দেশ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, আনন্দে পরিপূর্ণ উল্লাসে বলবে—এসেছে বিপ্লব—এসেছে বিপ্লব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(শিয়ালদহ ষ্টেশন। মেন প্ল্যাটফর্ম। সময় রাত্রি। চারিদিকে রকমারি যাত্রীর আনাগোনা। ফিরিওয়ালা, কুলী, যাত্রীদিগের মিলিত হাঁক-ডাক, বিভিন্ন সজ্জায় স্পাই ও আই-বি অফিসারের দল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সুযোগমত পরস্পরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিতেছে। নিরীহ যাত্রীরা মাঝে মাঝে তাহাদের অতি সতর্কতায় বিপর্য্যস্ত হইতেছে। হঠাৎ তকমা আঁটা খানসামার সোরগোলে বিভ্রান্ত কুলী সুটকেশ, ব্যাগ, হোল্ডল, ফরসী, ষ্ট্যাণ্ডসহ জলের কুঁজা ইত্যাদি লইয়া অগ্রসর হইল। পশ্চাতে ধীর, অচঞ্চল পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন জমকালো পোষাক ভূষিত নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর তাঁহার দেহনিঃসৃত আতরের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত অগ্রবর্তীরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।)

(ছদ্মবেশী জনৈক সুসজ্জিত যুবকের প্রবেশ। সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ ও নবাব বাহাদুরের হস্তে একখানি টিকিট প্রদান।)

যুবক। খোদাবন্দ কি মরজী--

নবাব। নোক্কলওয়ালে ?

যুবক। উসলোক কো দেদিয়া হুজুর।

আই, বি। (একান্তে চুপি চুপি) ইয়ে কোন হ্যায় জী

খানসামা। (চাপা গলায়) সাব, জামুইকা নবাবকা রিস্তাদার, নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর।

(সানুচর নবাবের প্রস্থান)

আই, বি,। হ্যাঁ নবাব বটে। চালচলনই কেমন খানদানী।

ঐ ২য়। নইলে আর নবাব হয় দাদা? আরে এত ভীড় কেন? দেখে চল না?

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(গোয়েন্দা ডি, এস, পি অতিন চ্যাটার্জ্জীর অফিস। গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিনি নথিপত্র দেখিতেছেন। ফোনে মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত জনৈক আই, বি'র প্রবেশ ও সসম্ভ্রমে Salute পূর্ব্বক দণ্ডায়মান। চ্যাটার্জ্জী একবার আড়চোখে উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে বাক্যালাপ সুরু করিলেন।)

অতীন। কি হে—কালও শেয়ালদায় কাউকে পাওনি?

আই, বি,। না Sir! আমরা অনেকেই এখন attend করছি, suspicious কাউকেই পাইনি।

অতীন। হুঁ (কিয়ৎক্ষণ পরে) ঢাকা মেল, ঢাকা প্যাসেঞ্জার সব ভাল করে attend কোচ্ছ তো? না শুধু চায়ের ষ্টলেই সময় কাটাচ্ছো।

আই, বি। না Sir। ঢাকার সব ট্রেণ খুব ভাল করে দেখেছি Sir।

অতীন। হুঁ। (কাগজ দেখিতে দেখিতে) Upper class? Upper class দেখেছো?

আই, বি। আজ্ঞে হ্যাঁ Sir, তবে upper class এ প্রায়ই সাহেব Sir। নয়তো বড় বড় অফিসার। কাল একজন শুধু নবাব বাহাদুর ছিলেন। জামুই এর নবাবের আত্মীয়, নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর।

অতীন। (চকিতে মুখ তুলিয়া) কি বাহাদুর?

আই, বি। আজ্ঞে নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর Sir। জামুই এর নবাবের—

অতীন। Stop! কি রকম দেখতে? বয়স কত?

আই, বি। (থতমত খাইয়া) আজ্ঞে তা তিরিশ, না না পঁয়ত্রিশ হবে। লম্বা, ফরসা খুব নয়, মানে শ্যামবর্ণ—ভারি চমৎকার দেখতে—নবাবের মতই Sir।

অতীন। চওড়া কপাল? ছিপছিপে গড়ন?

আই, বি। ছিপছিপে মানে ভালই স্বাস্থ্য।

অতীন। সঙ্গে কেউ ছিল?

আই, বি। আজ্ঞে হ্যাঁ Sir। সব তকমা আঁটা আটা খানসামা, বেয়ারা দু'তিনজন। রূপোর ফরসি......

অতীন। ফরসি রাখো এখন। খানসামাদের চেহারা দেখেছিলে?

আই, বি। আজ্ঞে হ্যাঁ Sir। তাদের সঙ্গে কথাও বলেছি। বেশ চেহারা। একজনের রং কালো কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট—

অতীন। (হঠাৎ দাঁড়াইয়া, টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত সহকারে) Damn, bloody, fool, stupid বাঁদর কোথাকার—

আঃ সব পণ্ড করে দিলে। (হঠাৎ ফোন লইয়া) Hallo, hallo আঃ what do you? Cannot me to Mr. Triger—quick, quick!

Hallo, Mr. Triger? Good morning Sir, Sir it appears from the accounts of an Officer on duty at Sealdah Railway Station, last night, Sir, yes, Sealdah Sir, that Someswar Mukherjee, the Jugantar leader along with Kumud Kar and others had fled away by Dacca Mail in the guise of Nawab—yes Sir, yes, Nawab, Nawab Habibulla Bahadur, a—a relation of Nawab of Jamui, yes Sir, yes Nawab of Jamui, a, a false Nawab, our worthless Officers Sir could not suspect Sir, very sorry Sir. Something must be done Sir, very dangerous people. Sending wires to Goalando, Naraingung, Dacca—no? What Sir? এঁ্যা? Yourself going? Yourself Sir? Oh, very good Sir, we must have him—brain and leading, leading hight of Jugantar Sir. Thank you Sir. (ফোন রাখিয়া) কি শুনচো দাঁড়িয়ে? Get out, get out—idiot কোথাকার—উঃ হাতের মুঠোয় পেয়ে—নবাব বাহাদুর Sir! পুলিশের পোষা ass সব—যাও resturantএ বসে চা আর চপ-কাটলেট মারোগে যাও rascal কোথাকার—get out——

—তৃতীয় দৃশ্য—

(ঢাকা জিলার পল্লী অঞ্চলে একখানি সাধারণ গৃহস্থ বাড়ী। তাহারই একটি কক্ষে বসিয়া লিখনরত ডাক্তার। পাশে ছড়ানো কতকগুলি কাগজপত্র

(একটা ভাতের হাঁড়ি হস্তে কুমুদের প্রবেশ)

কুমুদ। দেখুন ডাক্তার দা, এই যদি হয় নবাব হবিবুল্লার রিস্তাদারী—কি আপনার স্বাধীন ভারত সরকারের ব্যবস্থা —তা হলে আমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি।

ডাক্তার। কি ব্যাপার রাঙা দা? দুপুর বেলা থেকেই তোমার বিদ্রোহ শুরু হলো যে?

কুমুদ। হবে না? আমি তো আর আপনাদের মত রোগা পটকা নই—দেখুন তো হাঁড়ির তলায় দুমুঠো ভাত আর দুটী মাত্র আলু ফেলে রেখে বাকী সবটাই হতভাগারা মেরে দিয়েছে।

ডাক্তার। তুমি মিছেই ওদের দোষ দিচ্ছ। ভাত ওরা কেউ খায়নি! ফ্যান গালতে গিয়ে সব পড়ে গেছে—হাতও পুড়িয়েছে। ওইটুকু শুধু তোমার জন্যে আছে।

কুমুদ। অর্থাৎ নবাব বাহাদুরের সম্পারিষদ উপবাস। (হাঁড়ি রাখিয়া বসিয়া) আচ্ছা ডাক্তার দা—এটা নিছক ছেলে মানুষী হচ্ছে না?

ডাক্তার। কী?

কুমুদ। এই আমাদের মত দু'চারজন হতভাগার বিপ্লব প্রচেষ্টা?

ডাক্তার। কখনও না। ইংরেজ যেদিন থেকে তার সাম্রাজ্যবাদী লালসায় আমাদের স্বাধীনতার ওপর আঘাত হেনেছে—সেইদিন থেকেই তাদের সাথে আমাদের সংগ্রাম চলছে অবিরাম। সিরাজ, টিপু, নানাফড়নাবীশ, রণজীৎ সিং—এঁদের আরব্ধ সংগ্রাম আজও চলেছে আপনার বেগে। মনে করে গ্যাখো সেপাই বিদ্রোহের কথা—কি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি নিয়ে বিপ্লব সেদিন উপস্থিত হয়েছিল! তার প্রদীপ্ত অনলশিখায়—ভস্ম হয়ে গেল ব্যারাকের পর ব্যারাক, নগরের পর নগর। সেই আগুনে দেশ দিয়েছে আহুতি আহুতি রাণী লক্ষ্মীবাইকে—আহুতি দিয়েছে কুমার সিং, তান্তিয়া টোপী—সম্রাট বাহাদুরশাহকে। তাঁদেরই পদাঙ্ক বেয়ে আমরা চলেছি—ইংরেজের প্রতিপক্ষ দল—আমরা স্বাধীন ভারত সরকার।

(ব্যস্তভাবে জ্যাঠাইমাসহ মদনের প্রবেশ)

মদন। ডাক্তারদা! সর্ব্বনাশ! বহু সঙ্গীনধারী পুলিশ পাড়া ঘিরে ফেলেছে। সবাই বলছে ট্রিগার সায়েব স্বয়ং এসেছেন—ঢাকার পুলিশ সায়েব টমাসকে সঙ্গে নিয়ে। এখন উপায়?

কুমুদ। ট্রিগার, ট্রিগার?

হায় মূঢ়

তাই যদি হয়, ভয় কিবা তাহে?

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বানিব তারে,
তার সনে হবে মোর দ্বৈরথ সমর।
হুঁ —ন্যায় যুদ্ধে বিনাশিয়া তারে
হইব পাতিত আমি অন্যায় সমরে।

He and I die together.

ডাক্তার। জ্যাঠাইমা, আমাদের আশ্রয় দিয়ে আপনারা কি নিজেদের বিপন্ন মনে করছেন?

জ্যাঠাইমা। কও কথা। আরে বাপ দ্যাশ কি তোমাগো একলার? তোমরাই হের লাইগ্যা পরাণ দিবা – আর কারও মরণের অধিকার নাই? এ তোমাগো কোন শাস্তর?

ডাক্তার। মাপ করুন মা। সন্তানদের আর অপরাধী করবেন না। মা যখন এসেছেন তখন ভয় নেই। আমার মনে হচ্ছে পুলিশ যখন পাড়া ঘিরেছে—তখন বাসার সন্ধান পায়নি। আপনি সদর দরজা খুলে রাখুন। আর ছেলে-দের কাঁথা, মেয়েদের সাড়ী, কাপড় শুকোতে দেবার ছলে বারে বারে ছাতে ওঠা নামা করতে থাকুন মা, নজর রাখতে পারবেন তা'হলে।

জ্যাঠাইমা। ঠিক কইছ। আমি অহনই যাইতে আছি। তোমরাও তৈয়ার থাইক। (প্রস্থানোদ্যতা)

ডাক্তার। আর শুনুন মা। সদর দরজা খুলে রেখে বাড়ীর সামনেটা ঝাঁটপাট দিতে থাকবেন। রাস্তার ধারের কল

থেকে ওদের সামনে দিয়ে ছু'চারবার কলসী করে জল আনুন।

জ্যাঠাইমা। বুঝেছি তোমাগো মতলব। কোন চিন্তা নাই। চললাম। যা করেন গুরু। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে জ্যাঠাইমা—আরে ও বৌমা জলের ঘড়াটা দাও দেহি)

মদন। বুদ্ধি ধরেছিলেন বটে ডাক্তারদা।

কুমুদ। সার্টিফিকেট এখন রাখো—

দুয়ারে দাঁড়ায়ে অরি—

না জানি না জানি কখন উঠিবে হুঙ্কারি।

Get ready.

ডাক্তার। রাঙাদার মুখে আজ শুধু কবিতার ফুলঝুরি। তা বীররস তাতে জমে ভালো কেমন?

কুমুদ। আজ্ঞে হ্যাঁ বাড়াভাতে ছাই প'লে কার না বীররস জেগে ওঠে বলুন? ব্যাটারা আর সময় খুঁজে পেলো না—

মদন। বাড়া আর হলো কই? হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই যে রয়ে গেছে দেখছি।

(জ্যাঠাইমার পুনঃপ্রবেশ)

জ্যাঠাইমা। ন্যাও সব জিরাইয়া লও। তেনারা সব চইল্যা গ্যাছে। আমারে জিগায় —নবাব ছ্যাখছ নি বুড়ীমা? আমি কই— বাবারা তোমরাই তো আমাগো নবাব। সায়েবের পোলা তো রাইগ্যা আগুন হইয়া রইছে। কয় য্যামনে হয় নবাব ধরবোই।

কুমুদ। যা ব্যাটারা পদ্মার চরে গিয়ে ধরগে যা। জানেন জ্যাঠাইমা—ঐ সায়েব হচ্ছেন শচীমাতা নিমাই-নবাবের শোকে আকুল হ'য়ে কেঁদে বেড়াচ্ছেন।

ডাক্তার। আপনিই আজ মা হ'য়ে আমাদের বাঁচিয়েছেন জ্যাঠাইমা। এমনি সব মায়েদের দয়াতেই আজও আমরা বেঁচে আছি।

জ্যাঠাইমা। কি যে কও বাবা। বাঁইচ্যা থাক। চিরজীবী হইয়্যা ছ্যাশের স্যাবা কর। আর কি কইমু—

ডাক্তার। আর কিছুই বলতে হবে না মা। এই আশীর্ব্বাদই প্রাণ ভরে করুন।

—চতুর্থ দৃশ্য—

(গ্রামবাসীগণের বৈঠক। কেশব বসিয়া দেশের কথা আলোচনা করিতেছে তাহাদের বোধগম্য ভাষায়। হট্টগোলের মধ্যে দৃশ্যপট উত্তোলিত হইল)

গ্রামবাসিগণ। ঠিক বলেছে কেশব, ঠিক বলেছে। খাজনা এবার নিতে এলে হয়। ন্যায্য গণ্ডা ছাড়া আর যেন কথাটি কয়—

কেশব। আরে ভাই খাজনা—নাতো মেঘ। দেশের রস থেকেই ছিষ্টি, আবার দেশের বুকেই ঝরে পড়ে। কিন্তু

আমাদের অদেষ্টে, আমাদের দেশের রসে যে মেঘ জমে
-- তার বর্ষণ হয় বিলেতে। ভারতবর্ষ পায় শুধু বাজের
ঝলসানি আর কড়্-কড়্-কড়াৎ।

১ম গ্রামবাসী। যা বলেছ ভাই। কতকাল ধরে এই জমিদার
আর মহাজনের অত্যাচার সইব বলতো?

কেশব। জমিদার মহাজনের কথা যদি বললে মামা! আরে—
খুঁটির জোরেই না মেড়া লড়ে। ওদের পেছনে রয়েছে যে
ইংরেজ সরকার। একবার যদি দেশের লোক, আমরা
সবাই একজোট হয়ে ঐ খুঁটিটে দিতে পারি ভেঙ্গে—
কোথায় থাকবে তখন এইসব অত্যাচারীর দল? তাইতো
বলি মামু—সবাই একজোট হই এসো—

২য় গ্রামবাসী। কথাটা বলেছিস বাপু ভালই। খুঁটির জোরেই
মেড়ার নাচন বটে। চল ভাই ওঠা যাক। বেলাও গেল—

গ্রামবাসিগণ। চল (কেশবকে) মোড়লের পো আবার এস
আমাদের পাড়ায়।

কেশব। আসব বইকি দাদা—আসব বইকী। দা-ঠাকুর বলে
গেছেন—এইতো আমাদের কাজ।

(গ্রামবাসিগণের প্রস্থান)

(বিপরীত দিকে কেশব প্রস্থানোদ্যত। পশ্চাৎ হইতে চুপিচুপি
গড়গড়ির প্রবেশ)

গড়গড়ি। ওহে ওহে শোন— তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা
আছে।

কেশব। আমার সঙ্গে ? বলুন ?

গড়গড়ি। শোন তুমি তো এনার্কিষ্ট দলের লোক ?

কেশব। এনারথি ? সে আবার কি ? আমরা মশাই -

গড়গড়ি। বাপু হে ন্যাকামি রাখ। মহেশ চাটুয্যেকে চেন তো তুমি ? তোমাদের মহেশদা—দা-ঠাকুর ? ডাক্তার সোমেশ্বরের বড় সাকরেদ ?

কেশব। এ্যাঁ তা—কি করে জানবো বলুন ? এসব আবার কি ? তেনারা কারা ?

গড়গড়ি। বাবা চালাকি পরে ক'রো। তেনারা কারা ? শোন তোমার ভালর জন্যেই বলছি। সোমেশ্বর, অভয় চাটুয্যে, মহেশ চাটুয্যে, কুমুদ কর, শিবেশ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য ঘোষ, অনঙ্গ বিশ্বাস— সক্কলের খবর তুমি রাখো। তারা কোথায় বল।

কেশব। দোহাই ধর্ম্ম। দোহাই মহারাণী। আমি এসব কিচ্ছু জানিনি। মুখ্যুস্থুক্যু লোক—খেটে খাই। আপনি ভুল করেছেন। এই আপনার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি— আমি এসব কিচ্ছু জানিনি। বাপরে বাপ কি সাংঘাতিক কথা —

গড়গড়ি। বেশ বাবা বেশ—ব্রাভো—একেবারে দাগী ঘোষকেও হার মানিয়ে দিলে এ্যাকটিং এ ? কিন্তু এই দোকড়ি গড়গড়ির চোখে ধুলো দিতে পারবে না বাপধন। শোন, ভালোয় ভালোয় বলচি। বন্দি গ্রেপ্তার হতে চাও না টাকা কামাতে চাও ? দু'দশ হাজার ?

কেশব। এঁ্যা দু'দশ হাজার? বলেন কি?

গড়গড়ি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। নাও টপ করে বলে ফেলোতো বাপধন।

কেশব। কিন্তু ওরা যদি মেরে ফেলে?

গড়গড়ি। আরে ফুঃ। আমি দোকড়ি গড়গড়ি—পুলিশের······ (হঠাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া) আমি সহায় থাকতে তোমার ভাবনা? হুঁঃ নাও বলে ফ্যালো।

কেশব। দু'দশ হাজার?

গড়গড়ি। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা এই নাও আগাম। (দশ টাকার নোট হাতে গুঁজিয়া দিল) এইবার বল।

কেশব। তা'হলে বলেই ফেলি কি বলুন?

গড়গড়ি। নিশ্চয়। তার আর কথা আছে?

কেশব। এজ্ঞে—তা বইকি? এই তাঁরা—তাঁরা সব কলকাতায়। সেই যে লালকুঠী না লালবাজার, কি ঐ—ইষ্ট্রীট সেখেনে।

গড়গড়ি। এঁ্যা সত্যি? মার দিয়া কেল্লা। বেঁচে থাকো বাবা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ওহে ওহে শোন—তুমি চাকরী করবে? চল না—মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে—আর থাকবে রাজার হালে। ট্রিগার সায়েব স্বয়ং কতবার হ্যাণ্ডশেক করবে এমনি করে। (হাত ঝাঁকাইয়া দিল)

কেশব। এঁ্যা বলেন কী? টিগার সায়েব? হ্যাণ্ডশেক করবে?

গড়গড়ি। দস্তুর মতো করবে। সকাল সন্ধ্যায় করবে। বাবা

আমরা কি যে সে লোক ? হুঁ ভেবে দেখো—কাল আবার আমি আসবো। ওঁদের খবরগুলো কিন্তু সব চাই-ই। মনে থাকে যেন। (পুনরায় টাকা দিয়া) এই—এই নাও না-হয় আরো দশ টাকা। (প্রস্থান)

কেশব। যা বেটা গড়গড়ি—লালবাজারে দেগা গড়াগড়ি। বেটা ছুঁচো, টিকটিকি কোথাকার! হাঃ হাঃ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—কুড়ি কুড়িটে টাকা দক্ষিণে লাভ হলো, হাঃ হাঃ······

(ছদ্মবেশে শিবেশ ও অমূল্যের প্রবেশ)

শিবেশ। কি হে পথের মাঝে একা একা হেসে গড়িয়ে পড়ছো যে কেশব ?

কেশব। কেশব ? **Who** কেশব ? মিষ্টার জে, মালাকার বলুন—

অমূল্য। মেজদা—কেশব নিশ্চয়ই ক্ষেপেছে। হেড অফিসে গোলমাল তো ছিলই চিরকাল।

কেশব। আর **Sir** —দু'দশ হাজারের মালিক—তার ওপর পঞ্চাশ টাকা মাইনে। হাঃ হাঃ হাঃ সাবধানে কথা কইবেন—

শিবেশ। ব্যাপার কি কেশব ? কি হয়েছে ?

কেশব। ওই বেটা গড়গড়ি। এয়েছিল আপনাদের খবর জানতে। বলেছি লালবাজারে খোঁজ করতে। বেটা বলে

কিনা স্পাইগিরি করতে। এই নিন বায়না। (শিবেশের হস্তে টাকা প্রদান)

শিবেশ। ডাক্তারদাকে জিজ্ঞেস করে তুমি রাজী হয়ে যাও কেশব। পুলিশদলে আমাদেরও বহু স্পাই থাকা দরকার। ওরা খুঁজে বেড়াবে বিপ্লবীদের সন্ধানে—আমরা জেনে যাবো ওদের movement। আমাদের আর দেরী করা হবে না—চল অমূল্য।

কেশব। কিন্তু দেশের কাজে আপনারা দেবেন প্রাণ আর আমি স্পাই হ'য়ে পুলিশের নরককুণ্ডে পচবার জন্য পড়ে রইবো। এ আপনাদের কি বিচার শিবেশ দা?

অমূল্য। কেশব, পার্টির কাজে তুমি করবে স্পাইগিরি। প্রাণ যারা দেবে তাদের চেয়ে তোমার ত্যাগ কোন অংশেই কম হবে না। প্রাণের চেয়ে বড় মানুষের মর্য্যাদা তাতেই তুমি কালি লাগাতে যাচ্ছো—দেশের জন্য। এত বড় ত্যাগ সকলে পারে না কেশব। তুমি কোন দুঃখ করো না। চলুন মেজদা— (প্রস্থান)

— পঞ্চম দৃশ্য —

(বেলগাছিয়া বস্তী অঞ্চলে খোলার ঘর। সামনে ফাঁকা উঠান। ভাগবত পাঠ হইতেছে। উঠানের মাঝখানে তক্তপোষের উপর আসন পাতা। সামনে ছোট জলচৌকির উপর ফুলের মালা—ধূপ ধুনো, পুঁথি ইত্যাদি। বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভরে পাঠ করিতেছেন। উভয় পার্শ্বে মাটিতে চট পাড়িয়া স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক বালিকা। বড়রা নিবিষ্টমনে শুনিতেছে)

বিদ্যাবিনোদ। (সুরে) অথ পরীক্ষিত উবাচ -- গুরুদেব, আমার গতি কি হবে— আমি ঘোর পাপী—আমার গতি কিই হবে! দ্বিজরাজ মুখী, নাগরাজগতি—মৃগরাজ বিনিন্দিত মধ্যকটী হে……। অর্থাৎ কিনা অসার সংসার —একমাত্র হরিপাদপদ্মই সার—আর সবই অসার— ভ্রম তাহে কিছু নাই। রাজার রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট---দেখিতে দেখিতে আর তো নাই হে………

(স্ত্রীলোকগণ আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে)

জনৈক শ্রোতা। আহা – হরি, হরি!

(ফোঁটা-তিলক কাটা একজণ ব্রাহ্মণ শ্রোতাদেব অলক্ষ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়াই বিদ্যাবিনোদ শুরু করিলেন—)

বিদ্যা। সখি গো……ও……

কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া

ধৈরয আর ধরিতে না পারি
পরাণ সদাই উঠে গুমরি
হেথা হতে পার করো ওহে পারের কাণ্ডারী।

গুরু হে পার করো—উদ্ধার কর—ত্রাণ কর। বুকখানা ফেটে গেল যে। ওহে রক্ষা করো, রক্ষা করো। জয়গুরু, জয়গুরু।

(ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পুঁথি গুটাইয়া রাখিলেন। স্ত্রীলোকেরা ভীড় করিয়া পায়ের ধূলা লইল ও ছেলেমেয়েদের মাথায় মাখাইয়া দিল)

জনৈক স্ত্রীলোক। (একটী বালিকাকে দেখাইয়া) বাবা এর মাথায় একটু হাত দিয়ে দাও। একমাস হলো বিয়ে দিয়েছি। সোয়ামী যেন মনের মত হয়।

বিদ্যা। এঁ্যা এই মেয়ের বে দিয়েছ? (ব্রাহ্মণের ইঙ্গিত সামলাইয়া) বেশ বেশ তা মনের মত হবে বইকী। এসো, এসো বাছারা এসো। গুরু হে গুরু।

(সকলের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। আমার গতি কি হবে দাঠাকুর?

বিদ্যা। (হাসিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াই) দরজাটা আগে সেঁটে দিয়ে আসি। (ফিরিয়া আসিয়া) এতদিন পরে (সুরে) অধমকে কি মনে পড়লো হে·········

ব্রাহ্মণ। বেশ তো জমে আছ দেখছি কুমুদ।

বিদ্যা। আজ্ঞে হ্যাঁ। ডক্তার Dhanraj এর স্বাধীন রাষ্ট্রে

আমার এ ব্যবসা মোটামুটি মন্দ জমেনি। এখন সরকার বাহাদুরের সংবাদ কি ?

ডাক্তার। কেশবকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে মহেশ আসবে দেখা করতে। আমি এইখানে আসতে বলেছি। তার সঙ্গে অনেক জরুরী কথাটথা আছে। Arms সম্বন্ধে উঠে পড়ে লাগতে হবে কুমুদ। আর আমরা বিলম্ব করতে পারি না।

কুমুদ। আর বিলম্ব করলে আমরা সুযোগ হারাবো। কিন্তু সরকার বাহাদুরের তহবিল যে সব সময় গড়ের মাঠ। কাজ এগোবে কি করে ?

ডাক্তার। যেমন করে হোক এগোতে হবেই। মহেশ তার রক্তের সঞ্চয়—শেষ সম্বল শ-তিনেক টাকা আমাকে দিয়েছিল। এতদিন খরচ করিনি। লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত আগলে রেখেছিলাম। লক্ষ্মীছাড়ার হাতে লক্ষ্মী-কৌটোও আজ নিঃশেষ হতে চলেছে।

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর—গোপাল-গোবিন্দ—গোপাল গোবিন্দ জয়হোক বাবা)

ডাক্তার। (সচকিতে) ঐ এসেছে মহেশ। দরজাটা খুলে দাও।

(কুমুদ দরজা খুলিয়া দিল, মহেশের প্রবেশ)

ডাক্তার। চাটুয্যে মশায় যে—সব কুশল তো ?

মহেশ। মুখুয্যে মশায় যেমন দেখছেন (ডাক্তরকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

ডাক্তার। কয়েকদিন ধরেই হচ্ছিল তোমার কথা। কত যে

দরকার আছে তোমার সাথে। আমার মনই এবার তোমায় টেনে এনেছে।

মহেশ। তা বই কী। কতদিন তোমায় না দেখে আমার মনটাই হাঁপিয়ে উঠছিল—তাই না ছুটে এলাম। সেই যে ছেলে-বেলায় পট্‌কে দিয়েছিলে—আজও তোমার কাছে সেই পট্‌কানিই খাচ্ছি। তুদিন না দেখলেই প্রাণটা আইঢাই করতে থাকে।

ডাক্তার। (গায়ের চাদর সামলাইয়া ধরিয়া) দেখো আমার চাদরখানা যেন আবার ছিঁড়ে দিয়ো না রাগ করে। (উভয়ের উচ্চহাস্য)

কুমুদ। কি ব্যাপার বলুন তো? চাদর ছিঁড়ে দেবেন মানে?

ডাক্তার। জিজ্ঞেস কর না ওকেই—

মহেশ। (হাসিয়া) কতদিনের কথা! আজও যেন মনে দাগ কেটে আছে। বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং হচ্ছে। মুখুয্যে আর আমি তুজনেই পুলিশের গুঁতো খেয়েছি। মাথায় ফেটী বাঁধা। সবাই ঠাট্টাও করছে। বুক ফুলিয়ে বললুম, আমি দিয়েছি ব্যাটাদের তু'ঘা বসিয়ে—

কুমুদ। তারপর?

মহেশ। মুখুয্যে ঠাট্টা করে বললে, পালিয়ে এসে বাহাতুরী হ'চ্ছে। বীরত্বে ঘা লাগলো। ঝাঁপিয়ে পড়লুম ওর

ঘাড়ের ওপর। কিন্তু পারব কেন? দিলে পট্‌কে, একদম মাটিতে।

ডাক্তার। এবং তৎক্ষণাৎ বীরবর গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই আমার জামাটি দিলেন ফড় ফড় করে ছিঁড়ে।

কুমুদ। বীর পুরুষই তো বটে তাহলে। (হাস্য)

ডাক্তার। তোমার হাতে কি ও?

মহেশ। মোয়া।

কুমুদ। মোয়া?

মহেশ। হ্যাঁ। কাল রাত থেকে আটত্রিশ মাইল হেঁটেছি। বড্ড ক্ষিদে পেল। একজায়গায় দেখি মোয়া বিক্রি করছে। পকেটে গুটিচারেক পয়সা তখন সম্বল। চারটী কিনলুম দু'পয়সা দিয়ে। দুঠো খাবার পর মনে হোল আমার গোপালের কথা। আহা! মোয়া খেতে কত ভালবাসতো। আর খাওয়া হ'লো না। সঙ্গে নিয়ে এলুম।

কুমুদ। বাকী পয়সা দুটো?

মহেশ। ভাঁড়ার একেবারে খালি করবো? তাই রেখে দিলুম। দেখা না হলে তাই দিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিতুম।

কুমুদ। ডাক্তারদা, আপনার স্বাধীন ভারত সরকারের সৈনিক-দের এই ব্যবস্থা কতদিন চলবে বলতে পারেন?

ডাক্তার। যতদিন প্রাণ ততদিন। আমাদের রাজরাজেশ্বরী মা যে আমাদেরই পাপে ধূলি-ধূসরিতা। বিলাস বাহুল্যের

আমাদের অবকাশ কোথা ভাই? শোন মহেশ—বহু জরুরী পরামর্শ— তোমার সঙ্গে দরকার।

মহেশ। আগে খেয়ে নাওতো। দশ ক্রোশ পথ হাতে করে আসছি

(ডাক্তারের হাতে মোয়া দিলেন। ডাক্তার একটি কুমুদের হাতে দিলেন, অপরটি খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন)

ডাক্তার। তুমি তো জানো—অস্ত্র আর অর্থ সংগ্রহের জন্য নরেন ভট্‌চাযকে পাঠিয়েছিলাম ব্যাটাভিয়ায়। সেখানে সে ছিল মার্টিন নাম নিয়ে। কিন্তু ইদানিং তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে আপাততঃ গোয়া থেকে এবং খুব সাবধানে। গোয়া এখনও পর্য্যন্ত নিরাপদ। খবর পেলাম ভাল মেকানিকের চাহিদা খুব সেখানে। কাজেই মিস্ত্রী সেজে সেখানে কাজ করতে হবে।

মহেশ। তবে আর ভাবনার কি আছে? হুকুম কর— আমিই যাই এই কাজের ভার নিয়ে।

ডাক্তার। হুকুম? না ভাই হুকুম নয়। এই বিরাট যজ্ঞে আমরা সবাই আহুতি মাত্র। পূর্ণাহুতির উপরই নির্ভর করে আছে যজ্ঞের শেষ ফল—আমাদের দুশ্চর তপস্যার মহৎ পরিণাম। তুমি ভার নিলে আমি পরম নিশ্চিন্ত। তোমার সঙ্গে বিজয়কেও নিতে পারবে। হিন্দুস্থানী পরিচয় দিয়ে থাকতে হবে। খুব সাবধানে কাজে এগোতে

হবে। মারাঠী বন্ধু অবিশ্যি দু'একজন পাবে সেখানে। তোমারই দেওয়া সেই টাকা আজ সার্থক হলো। তাই দিয়েই গোয়ার ভবিষ্যৎ অভিযান আমাদের নির্ব্বাহ হবে।

(মৃদু যন্ত্র-সঙ্গীত)

মহেশ। বেশ আমি প্রস্তুত।

ডাক্তার। কবে যেতে চাইছ?

মহেশ। কবে কেন? কাল—কালই রওনা হয়ে যাব। আমি তো এখন চলে যাব।

ডাক্তার। আর কি তা'হলে দেখা হবে না? (নিজের কথাতে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন।

মহেশ। না, আর দেখা হবে না।

(মহেশ শেষবারের মত তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ডাক্তার হঠাৎ যেন কেমন মুহ্যমান বোধ করিলেন। সকলের অলক্ষ্যে যেন একটি অনির্দ্দেশ্য গভীর বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিয়া সবাইকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।)

তৃতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(গোয়ার বস্তি অঞ্চল। বৈজনাথ মিস্ত্রী ও রামরূপ কনট্রাক্টর আলোচনায় রত)

রামরূপ। কিন্তু ব্যাপার ক্রমশঃ যে রকম দাঁড়াচ্ছে মহেশদা, তাতে গোয়ার কাজ আমাদের বন্ধ তো হবেই—আরও যে কি বিপদ ঘটবে কে বলতে পারে। ভীমরাওরা সবাই মিলে যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—তাতে কিছুই আর ভরসা করা যায় না।

বৈজনাথ। তোমার আশঙ্কা মিথ্যে নয় বিজয়। ঐ মারাঠী-গুলোর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে আমিও বার বার ওদের নিষেধ করে আসছি যে— বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে গোয়াকে আমাদের খুব শান্ত রাখতেই হবে। পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এমন কোন কাজই আমাদের এখন করা উচিত নয়। কিন্তু বিপ্লবের একটা নেশায় এমন করে ওদের পেয়ে বসেছে যে, আমার কোন কথাতেই ওরা কাণ দিচ্ছে না। ডরপোক বাঙালী বলে ঠাট্টা করেই সব উড়িয়ে দিলে।

রাম। অথচ চারিদিকে যে রকম অমরা contact ছড়িয়ে বসে আছি—তাতে এ যায়গাও তো এখন আমরা ছাড়তে পারি

নে। কিন্তু যায়গা না ছেড়ে ওদের সঙ্গে কাজ করাও ভীষণ বিপজ্জনক দাঁড়িয়েছে।

বৈজ। তবু সেই বিপদ মাথায় করেই আমাদের এগোতে হবে বিজয়। বাঙলার সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের সাফল্যের ওপরে নির্ভর করে আছে। আসবার আগে ডাক্তারকে আমি বিশেষ করে আশ্বাস দিয়েই এ কাজের ভার নিয়েছি। নইলে সব কাজ ফেলে রেখে তাকে নিজেই ছুটতে হতো। তাতে বাঙলার কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হতো। এ দিকে ব্যাটাভিয়ার সঙ্গে সংযোগ আমাদের সমস্ত বিপদ সত্ত্বেও যেমন করে হোক করতেই হবে। সে বিপদ আমি মাথা পেতে নিতে পারি --কিন্তু ডাক্তারকে তাতে ঠেলে ফেলা, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন ক্রমেই সমীচিন নয়।

(জনৈক স্পাই বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের প্রবেশ)

বিন্ধ্যে। কেঁও সাব খবর সব আচ্ছি হ্যায় ?

বৈজ ! কাঁহাজী আচ্ছি কাঁহা ? ইস মুলুকমে কাম ভি নেহি হ্যায়--- পয়সি ভি নেহি। হম তো অগর দুসরে মুলুক মে জানা তৈয়ার হ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরীজী।

বিন্ধ্য। কেঁও ? আরে--- ভর গোয়া শহরমে জবর কামদার আদমী বোলকে আপকো ইতনি খাতির বন গয়া—আওর আপ চলা যানে মাঙ্‌তা ?

বৈজ। কেয়া করু জী ? ইস মুলুকমে কামকী কদর কোই

নেহি সমঝতা। ম্যয় সাদি কর চুকা— বালবাচ্ছা ভি হ্যায়—রূপেয়া কামানে পড়েগা কি নেহি—আপ বাতাইয়ে?

বিন্ধ্য। হ্যাঁ—উহ্ তো সাচ্ বাতই হ্যায়। আচ্ছা সাব— বেটাভিয়ামে আপকো কোন হ্যায়—ইতনি তার ভেজতে হেঁ হুঁয়া? ভাই বেরাদার কোই হ্যায়—উস মুলুকমে?

বৈজ। নেহি ভেইয়া—কোই নেহি। এক সাব কোম্পানী, হম কো আচ্ছা কাম দেনে মাঙ্গা—উসিসে হম হরবকৎ তার ভেজতা হুঁ। মগর—ইয়ে কনট্রাকটর সাব হমকো ছোড়সে মাঙ্‌তা নেহি। আপ বাতাইয়ে তো জি—ইয়ে কেয়া আচ্ছি হ্যায়?

বিন্ধ্য। নেহি সাব—আপ মৎ যাইয়ে। অন্তর হমলোগ যব হ্যায়—আপকো কোই হরজ নেহি। আচ্ছা—হম অভি যাতা হুঁ— ফির মুলাকাৎ হোগা। নমস্তে! নমস্তে রামরূপজী—

উভয়ে। নমস্তে ভেইয়া— (বিন্ধ্যেশ্বরীর প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া সচকিতে শিবরাও পানিকরের প্রবেশ)

শিব। কেয়া বৈজনাথজী উহ্ হারামী কা বাচ্চা ফির ভি হানা দিয়া? হম এক দফে উসকে খতম কর দেনেসে আচ্ছি হোগা—মালুম হোতা।

বৈজ। হরবকত আপ এতনা গরম রহতে হেঁ, কেঁও ভেইয়া? দেশকে সেবা—হমকো যেইসা কাম—পুলিশ আদমীয়োকো

তেইসা হমকো পিছু লাগনাই কাম। আগর উস ফালতু নোকর আদমী বালিয়ে—যব হমলোক ইতনি গরম হো যায় তো সব কাম ববরাদ হো মে যায়ে—পানিকর ভেইয়া।

শিব। আরে জী—বাঙালী আদমী এইসা ডরপোকই হ্যায়। হমলোগ হ্যায় মারহাট্টি। হমকো খুন জেয়াদা গরম হোতা হ্যায়।

রাম। দেখিয়ে জী— বিপ্লব হমলোগকো দেখনেবালা ফৌজ নেহি হ্যায়—উহ্ হমকো তপস্যা হ্যায়। হমলোগোকে ইতনি রোজকি সব তকলিফ আপ বরবাদ না কিজিয়ে ভেইয়া।

শিব। (উচ্চহাস্য করিয়া) হাঃ…হাঃ ঘরমে ঘুম জানা বাবুজী, ঘরমে ঘুম জানা। মিলে তো সরকার কো দয়াতর মে নোকরী লে লেনা—ব্যস বহুৎ মজেসে রহোগে। Terrorism আপকে লিয়ে নেহি হ্যায়।

বৈজ। শুনিয়ে ভাই শিবরাওজী। তামাম ভারতবর্ষ মে অভি পুলিশ বহুৎ হুঁশিয়ার হো গয়ে। ইস লিয়ে হমলোগ হিঁয়া কামকো centre বনায়া। আপ মারহাট্টি আদমী, হামকো plan সব এইসা গড়বড় কর দিয়া কি গোয়া পুলিশমে Terrorism কো কোই পাত্তা মিল যায় তো…

(অতর্কিতে সশস্ত্র মিলিটারী পুলিশবাহিনীসহ পুলিশ অফিসার Mr. Thomsonএর প্রবেশ)

টমসন। Here they are! I put you all under

arrest by order of the Government of India for terroristic activities—

বৈজ। But you cannot make arrest in a foreign territory.

টমসন। Never mind. We have obtained permission from the Portuguese Government.

শিব। (পিস্তল বাহির করিতেই চারিদিক হইতে পুলিশ তাহার দিকে পিস্তল উদ্যত করিল। শিবরাও নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। পুলিশ তাহার পিস্তল কাড়িয়া লইল)।

টমসন। Audacious swine—

রাম। এদের হাতে অমনি অমনি প্রানটা দিই কেন? মরতেই যদি হয়-—তা'হলে যুদ্ধ করেই প্রাণ দিই কি বলুন?

বৈজ। না। এটা বাংলা নয়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গোয়ার পরিবেশ আমরা এখন নষ্ট হতে দিতে পারি নে—তাতে আমাদেরই কাজের সমূহ ক্ষতি। ধরা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। (অফিসারকে) We are ready! Take us where you would like.

টমসন। Hand cuffs—

(পুলিশ তিনজনের হাতে হাতকড়ি লাগাইল)

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(কলিকাতার পল্লী অঞ্চল—একখণ্ড কাগজ হাতে কেশব পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে—পিছন হ'তে ডাকিয়া প্রবেশ করিল গড়গড়ি)

গড়গড়ি। ওহে ভায়া শুনছো ?

কেশব। (তাড়াতাড়ি কাগজ লুকাইয়া) কে ? ও আপনি ? কি খবর ?

গড়গড়ি। আরে ভায়া খবরের রাজা তো তুমি। অতীন চাটুয্যের তোমার ওপর যে রকম নেকনজর দেখছি-- তাতে তুমিই তো মেরে দিয়েছ কেল্লা।

কেশব। তাই নাকি ? দেখুন আপনার দয়াতেই আমার সব। কিন্তু এদিকে বিপদ কি জানেন ? ঐ ডাক্তারবাবু আর মহেশবাবু আমাকে এই মারে তো এই মারে।

গড়গড়ি। তারপর—তারপর ?

কেশব। আমিও ভাবছি --দেখা যাক কতকাল ওনাদের গুমোর থাকে--। সরকারের নিমক যখন খেয়েছি তখন জান কবুল—পালাতে তো পারব না। কিন্তু আমাদের সায়েবদের কথাও বলি স্যার—কি যে ওঁরা করছেন ক'জন বিপ্লবী ধরতে কতদিন লাগে বলুন তো ? movement ঠিকমত watchই করা হয় না।

গড়গড়ি। বল কি হে --watch করা হয় না ? আমি চুকড়ি গড়গড়ি— আমিই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি—কয়েক বেটা

বাজীকরকে ধরতে। তা বেটারা ভয়েই সারা—ধরবো কোথায়? পথে বেরোলে তো movement watch করবো?

কেশব। তাই না বটে। কি করে ওঁদের যে টেররিষ্ট নাম হলো হুঁঃ। আচ্ছা বলতে পারেন—ডাক্তারবাবু, মহেশবাবু এঁদের সম্বন্ধে নতুন কি ব্যবস্থা হচ্ছে? আর কতদিন আমরা wait করবো?

গড়গড়ি। তা বুঝি জানোনা ভায়া? বাংলা থেকে বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে মূলশুদ্ধু উপড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা হয়েছে। অতীন চাটুয্যে ট্রিগারকে বলেছে, যেমন করে পারি Terrorist দল এই বছরের মধ্যেই উৎখাত করে দেবো। Black list তৈরী হয়েই আছে। ধরতে পারলেই ভবনদী পার। একদম সাফ। বাইরে প্রচার হবে আত্মহত্যা করেছে নয় পালিয়েছে। এদিকে লাশকে লাশ সাবাড়। ভাবনা কি—মহেশ, সোমেশ্বর এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা……

কেশব। এ সব তো কতদিন থেকেই শুনছি—

গড়গড়ি। না হে ভায়া না। আর তুমি তো আমাদের ঘরের লোক— তোমাকে বলতে কি? এবার Spyingএর কি ব্যবস্থা হয়েছে জানো? উকিল গোয়েন্দা, মোক্তার গোয়েন্দা, ডাক্তার, চাকরে গোয়েন্দা, ব্যবসাদার গোয়েন্দা—আরে ভাই নাপতিনী গোয়েন্দা, ভদ্র ঘরের মেয়েরা

গোয়েন্দা, ইস্কুল মাষ্টার, প্রোফেসর গোয়েন্দা, ভটচাযি্য বামুন গোয়েন্দা—ধোপা গোয়েন্দা, গয়লা গোয়েন্দা—মেছুনী গোয়েন্দা। কোথায় গিয়ে রেহাই পাবে তুমি ?

কেশব। বিপ্লবীর চেয়ে গোয়েন্দাই যে বেশী হাজারগুণ।

গড়গড়ি। অনুশীলন ব্যাটারা আবার কি বলে শাসিয়েছে জানো ? অতীন চাটুয্যে আর ট্রিগারকে নাকি খুন করবে। কালে কালে কতই যে শুনবো। সাবধান ভায়া—পেটের কথা পেটেই চেপে রাখবে। জোলাপ দিলেও যেন বের না হয়। অমি চলি—আজ আবার সেওরাফুলীতে surprise raid আছে—

কেশব। কেন কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে নাকি ?

গড়গড়ি। পাওয়াই এক রকম। বেটাদের আজ নাকি Full sitting. দেখা যাক মা দুগ্গো কি করেন। আমি দোকড়ি গড়গড়ি—বেটারা আমার নাকেও দিয়েছে দড়ি, অন্যে পরে কা কথা। আচ্ছা এবার দেখা যাক বাছাধনরা — কতধানে কত চাল। (প্রস্থান)

(তাহার দিকে তাকাইয়া কেশব বিপরীত দিকে প্রস্থান করিল)

—তৃতীয় দৃশ্য—

(পুণা সেন্‌ট্রাল জেলের স্বতন্ত্র সেল। খাড়া হাতকড়িতে লটকান মহেশ্বর। অনাহারে, অনিদ্রায়, অমানুষিক পীড়ণে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত। বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। পুলিশ তৎসত্ত্বেও পুনরায় নির্ম্মম বেত্রাঘাত করিতেছে। প্রতি বেত্রাঘাতে তাঁহার মুখে অপরিসীম যন্ত্রণার রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। মঞ্চ স্বল্পালোকিত। ক্ষণে ক্ষণে যন্ত্র-সঙ্গীতের একটা আর্ত্ত হাহাকার ভাসিয়া আসিতেছে। এমন সময়ে প্রবেশ করিল পূর্ব্বোক্ত অফিসার টমসন—সঙ্গে একটা বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। সঙ্গীত ক্রমশ: স্তব্ধ হইল—আলোক পরিস্ফুট হইল।)

টমসন। (কর্ম্মচারীকে) Ask him—if he is now prepared to make a confession—

কর্ম্মচারী। আর কেন মশাই—সব স্বীকার করেই ফেলুন না? কষ্ট তো চূড়ান্তই পেলেন। কি লাভ এতে বলুন? (মহেশ নিরুত্তর) এই যে আপনারা কোন পরিচয় দিতে চান নি—তা পুলিশের কি জানতে বাকী রইল যে আপনি বাঘা যতীনের সহকর্ম্মী, ডাঃ সোমেশ্বর মুখুজ্যের বিশ্বস্ত সহচর এবং বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক মহেশ্বর চাটুয্যে। আর আপনার সঙ্গীটি হলেন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বিজয় দত্ত। কেমন কিনা?

মহেশ। (নিরুত্তর)

কর্ম্মচারী। বলে দিন না কোথায় সেই সোমেশ্বর আর অভয় চাটুয্যে, শিবেশ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য ঘোষ, কুমুদ কর—এরা

সব। আচ্ছা—ব্যাটাভিয়ায় আপনাদের কে আছে? সেখানে এত তার করতেন কেন? বলুন না মশাই—

মহেশ। (তথাপি নিরুত্তর। শুধু পশুবৎ অত্যাচারিত মুখে চোখে নিপীড়িতের অব্যক্ত যন্ত্রনার গভীর প্রকাশ রূপায়িত হইল)

টমসন। (প্রচণ্ড রাগিয়া মাটিতে পদাঘাতপূর্ব্বক) Damn you bloody dog— why keep silent? Why not answer his questions—you damned rascal? I am giving you the last chance — mind you—

(হঠাৎ দ্বিতীয় একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

২য় কর্ম্ম। এঁ্যা—এমন করে মেরেছে হারামজাদা ব্যাটারা? একটু মায়াদয়া নেই এইসব নর-পশুদের শরীরে? মহেশ, মহেশ আর যে এ দৃশ্য দেখা যায় না ভাই। সত্যি মিথ্যে যা হোক কিছু বলে এই বর্ব্বরদের হাত থেকে প্রাণটা বাঁচাও। তোমার প্রাণ যে কত বড় দামী জিনিষ দাদা—

মহেশ। (নীরবে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় চক্ষু নিমীলিত করিলেন)

টমসন। I say he wont commit anything unless given a good kick —

২য় কর্ম্ম। (ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া) মহেশ ভেবে দেখ— এই ভাবে এখানে প্রাণ দিয়ে দেশের কি উপকার

হবে? সোমেশ্বর, শিবেশ, অভয়, কুমুদ সবাই না তোমার পথ চেয়ে আছে। আহা! কয়দিন নাকি মুখে জলও দিতে দেয়নি? উঃ পিশাচ—একেবারে নরপিশাচ সব। এ রাজত্ব কি টিকতে পারে? কক্ষনো না। শোন— আমি তোমার জন্য বহু দায়দরবার করে খাবার আনিয়েছি—বরফ সরবৎ আনিয়েছি। এই চুকন্দর সিং— (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) You চুকন্দর সিং—

(জনৈক সিপাহীর প্রবেশ)

বেটা কেয়া করতা হ্যায়? জলদি যাও— সাবকো খানা-পিনা অব ভি হিঁয়া লাও—

সিপাহী। জি হুজুর— (প্রস্থান। একথালা নানাবিধ খাবার ও এক গ্লাস বরফ সরবৎ লইয়া পুনঃ-প্রবেশ ও থালা গেলাস যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া প্রস্থান)

২য় কর্ম্ম। নাও দাদা—দেখ তাকিয়ে দেখ। আহা! তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। (মহেশের একেবারে নিকটে যাইয়া মৃদুস্বরে) আমার কাছে বল—তোমার কোন ভয় নেই—আমি তোমার বড় ভাইএর মত। তোমাকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দেবই। মরে তো ঐ মারাঠী-গুলোই মরুক না। আর শোননি বুঝি— বিজয় তো confession করেইছে—ব্যাটাভিয়ায় রাসবিহারীর সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ করেছ। নাও বাকীটুকু বলে দিয়ে মুখে জল দাও—প্রাণটা রক্ষে কর—নাও—তাকাও—

মহেশ। (চক্ষু মেলিয়া একবার চারিদিকে দেখিলেন। পরক্ষণেই বিকটরবে হাস্য করিয়া উঠিলেন)। হাঃ—হাঃ বিজয় কনফেশন করেছে— হাঃ হাঃ বাকীটুকু বলে দাও —মুখে জল দাও—বলে দিয়ে মুখে জল দাও—হাঃ—হাঃ··· ···

(কথার শেষ দিকে নির্জ্জীব দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অকস্মাৎ টমসন অগ্রসর হইয়া গিয়া Then you watch— বলিয়া মহেশের পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মারিলেন। মহেশের কণ্ঠ হইতে শেষবারের মত একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইয়া সব নীরব হইয়া গেল। যন্ত্রসঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা —চারিদিক মর্ম্মভেদী হাহাকারে প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল)।

—চতুর্থ দৃশ্য—

(চন্দননগর— "যুগান্তর"এর নিভৃত মিলন কেন্দ্র
অভয়, ডাক্তার, অমূল্য, শিবেশ, মনোহর)

অভয়। অর্গানিজেশন মোটামুটি ভালই দাঁড়িয়েছে। ছেলেরাও কাজের হবে বলেই মনে হয়। তুমি দু'চারজনের সঙ্গে দেখাশুনা কর না।

ডাক্তার। আপনি যখন দেখেছেন তখন আমার আর ও নিয়ে

মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তবে শুধু বোমা পিস্তল নয় - তিলে তিলে আত্মদানের তপস্যায়—মুখ বুজে অসম্ভবের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারবে যারা, তারাই হবে প্রকৃত বিপ্লবী। তারপর আমি পাঠাব তাদের বর্ম্মায়, চীনে, টার্কিতে। পাঠাব আফগানিস্থানে। জাহাজের খালাসী করে পাঠাব দলে দলে বিভিন্ন দেশে। সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই জানব—এরা সত্যি-কারের বিপ্লবী।

অভয়। তোমার মনে কি কোন সংশয় দেখা দিয়েছে ?

ডাক্তার। হ্যাঁ। কেন জানেন ? মরবার আর মারবার নেশা যেমন করে পেয়ে বসেছে আমাদের সবাইকে—তাতে আমার আশঙ্কা—আমাদের বিপ্লবের সঙ্কল্প হারিয়ে না যায়।

(সত্যকিঙ্করের প্রবেশ)

সত্য। এই যে আপনারা সব হাজির হয়েছেন দেখছি। কেশবের কাছে খবর পেয়ে সেওড়াফুলী থেকে meeting শেষ মুহূর্ত্তে চন্দননগরে আনা হোল। ভাবছিলাম সবাই খবর ঠিক পেলেন কিনা—। আমি একটা জরুরী খবর পেয়েই এই সভার আয়োজন করেছি।

শিবেশ। কি ব্যাপার বলতো ? আমরাও বড় খোকার মুখে খবর পেয়ে অবধি তোমারই প্রতীক্ষা করে আছি।

সত্য। শুনুন—বিভিন্ন centre থেকে খবর এসেছে, ট্রিগার আর অতীন চাটুয্যে বাংলা থেকে বিপ্লব ধ্বংস করবার

উদ্যোগ করেছে। খুব শীগগির যদি আমরা একটা কিছু করে উঠতে না পারি তা'হলে আমাদের চরম বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা অবিলম্বে স্থির করা প্রয়োজন।

অভয়। কিন্তু আমাদের আয়োজন এখনও অসম্পূর্ণ। Army এর এখনও [illegible] নিষ্ফল [illegible] কো উপায় দেখিনে। Action যে দরকার—সে তো আমরাও বুঝছি -

ডাক্তার। (মৌন ভঙ্গ করিয়া) আমি নিজেই এবার আসাম হয়ে ভুটানের পথে পা বাড়িয়ে দেখব বড়দা। চীনেও সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে এবং শীগগিরই। জার্ম্মানরা আমাদের প্ল্যান সমর্থন করেছে। আফগানিস্থানের পথে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আর বরকতুল্লার সাথে যোগাযোগের জন্যও আমাদের একই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে। Local smugglingও যথাসম্ভব চলতে থাকুক।

অভয়। কিন্তু টাকা?

ডাক্তার। দেখুন ডাকাতিতে আমার মন সায় দেয় না। কিন্তু একান্তই যদি উপায় না থাকে—তাহলে আর কি করা যাবে? We must make an all out attempt.

মনোহর। মনে হইত্যাছে— অর্গানিজ্যাশনডায় যেন কর্ম্মীগো—nuending প্রোৎসাহন যোগাইতেছে। কর্ম্মীও যেমতি

ধরা পড়তে আছে—তার স্থানও চমৎকারভাবেই পূরণ হইতে আছে। কিন্তু শুধু বাচনের লাইগ্যা তো আমাগো বইস্যা থাকলে চলবো না।

ডাক্তার। হ্যাঁ, অর্গানিজেশনের দিক থেকে এই শক্তি মস্ত বড় কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এবার plan আর programme করতে হবে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশে আমাদের দাবী জানাতে হবে। যে সব জায়গায় সরকারের শক্তি কেন্দ্রীভূত, তার আশেপাশেই আমাদের আক্রমণ ব্যূহ রচনা করতে হবে। সৈন্যদলে এবং রেলওয়েতে আমাদের লোক দলে দলে ঢোকাতে হবে। আর আসামের দিকে আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে। ওই হবে আমাদের Retreat। উপায়ের সঙ্গে অপায়ের দিকটাও—

(ব্যস্তভাবে কুমুদ ও মদনের প্রবেশ)

মদন। (একখানি খবরের কাগজ আগাইয়া দিয়া) কাগজের খবর দেখুন ডাক্তারদা—

ডাক্তার। কি খবর?

শিবেশ। (কাগজখানি লইয়া পাঠান্তে) সে কি! বিপ্লবী নেতা মহেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ধৃত এবং পুণা জেলে তাঁহার আত্ম-হত্যা। উঃ কি সাংঘাতিক!

ডাক্তার। এঁ্যা, মহেশ?

অভয়। মহেশ আত্মহত্যা করেছে—মহেশ করলে আত্মহত্যা?

ডাক্তার। মিথ্যে কথা—এ হত্যা। জেলে ওরাই তাকে মেরে-ফেলেছে। মহেশের প্রতিটী তন্ত্রী আমি জানি। যে ছেলে বিপ্লবের আয়োজনে চৌদ্দ বছর বয়সে গিয়েছে পেনাঙ্‌; - শ্যাম, সুমাত্রা, ইন্দোচায়না যে অজস্র বিপদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে—বিপ্লবের সংগঠনে - শিশুর মত সবল, বজ্রের মত কঠিন, সেই অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ — আঃ— ! আমি নিশ্চয় বলতে পারি confession আদায় করবার চেষ্টায় ওরাই torture করে মেরে ফেলেছে। এতবড় প্রাণ— এমনি অত্যাচারে চলে গেল—

কুমুদ। দেশের লোক এসব কথা হয়তো কখনও জানতে পারবে না। কপালে এই ঘটবে তাই সেদিন যাবার সময় মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল —আর দেখা হবে না। শুনেই মনটা এমন করে উঠেছিল—

ডাক্তার। বড়দা— আমি যাব আসাম। সেখান থেকে ভুটান। দেখি পাহাড়-পর্ব্বত আমাদের পথের সন্ধান দেয় কিনা। তারপর —তারপর এমন আঘাত আমরা হানবো, যার স্পর্শে বিদেশীর আঘাত চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে যাবে। আজ মহেশকে হত্যা করে ওরা ভাবছে—বিপ্লবকে হত্যা করেছে। কিন্তু মহেশের প্রাণের আগুন আমরা দেবো দিকে দিকে এমন করে ছড়িয়ে—সারা ভারতবর্ষ যাতে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে—পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে বৃটীশ সাম্রাজ্যের সৌধ ভারতের বুক থেকে।

—পঞ্চম দৃশ্য—

(গান গাহিতে গাহিতে পথিকের প্রবেশ ও গীতান্তে প্রস্থান)

ওগো জননী একি তোমার
রূপের মাধুরী
আগুন জ্বালা আভা তোমার
ভুবন বিহারী।

সে আগুনের উতল শিখা
আঁকে কাদের বিজয় টীকা
বজ্র তোমার উঠল ধ্বনি
গগন বিদারি।

বীণাব সুরে ডাক দিলে যে
ঘরছাড়াদের
সেই সুরের মোহন মায়া
অভয় তাদের।

দীপ্ত তোমার বহ্নি শিখায়
চেতন আনে বন্ধ ঘুচায়
ঝঞ্ঝা সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে
সকল পাশরি।

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

চন্দননগর বিপ্লবীদের আড্ডা।

(অভয়, কুমুদ, মদন, প্রভাত, রাজেন, শ্যাম, দ্বারিক প্রভৃতি আলোচনায় রত)

প্রভাত। খবর তা'হলে ঠিকই বলুন? বিপ্লবীদের ধরতে ইংরেজের পুলিশ চন্দননগর Raid করবার permission শেষ অবধি French Governmentএর কাছেই আদায় করলে?

অভয়। শুধু permission পাওয়া নয় প্রভাত। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার আয়োজনও সম্পূর্ণ করে ফেলেছে।

দ্বারিক। একেবারে সম্মুখ যুদ্ধ। বিপ্লবীদের জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্য কি না কে বলতে পারে?

শ্যাম। জীবন যদি দিতেই হয় দ্বারিকদা তবে উচ্চ মূল্যেই দেওয়া যাক। আর একটা হলদিঘাট কি আর একটা বালেশ্বর ঘটে যাক এখানে। Let us get prepared with full arms.

রাজেন। হে তো যা হওনের তা হইবই ক্যাপ্টোচন্দোর! কিন্তু ডাক্তারবাবু এ্যাহনও না পৌছাইবার কারণডা কি মশয়! হে লোগ তো কারও নিষেধ মানব না। বিপদের মুহে পা দিব তো একাই দিব। এই সময়ডায় থাকনের দরকার আছিল এহানে।

অভয়। সে ঠিকই পৌঁছুবে রাজেন। আমার মনে হয় কেশব তাকে কোন নতুন information দিয়েছে যাতে তার programme হয়তো বদলাতে হয়েছে।

(ব্যস্তসমস্তভাবে বড়খোকার প্রবেশ)

মদন। কি ব্যাপার বড়খোকা? তুমি হাঁপাচ্ছ যে এমন করে?

শ্যাম। What's up? হয়েছে কি?

রাজেন। কিছু খবর আনছ নি রাজীব?

বড়খোকা। বহু সাহেব আর অমনি অফিসার তু'তিনশো Soldier নিয়ে তিনখানা লঞ্চ বোঝাই হ'য়ে এসে পৌঁচেছে। দূর থেকে দেখতে পেয়েই আমি ছুটে এসেছি। নদীর ঘাটে এতক্ষণ ভিড়লো বলে। ট্রিগারও সঙ্গে আছে।

কুমুদ। নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত
যাদের শক্তি বলে অরাতিবৃন্দ কাতর--
তাদের ধরিবারে আসিয়াছে ট্রিগার পামর?

অভয়। হুঁ। ভাববার কথা বটে। তু'তিনশোর বিরুদ্ধে আট দশজন আমরা –

শিবেশ। ভাববার আর এমন কি আছে বড়দা? Let's to arms. সবাই নিজ নিজ রিভলবার নিয়ে ready হওয়া যাক। To arms—to arms—all of us—

(সকলে পিস্তলে টোটা ভরিতে উদ্যত হইলেন)

(অতর্কিতে ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। দাঁড়াও। এবারকার যুদ্ধ এত সহজ নয় শিবেশ।

সকলে। আপনি পৌঁছেচেন? যাক বাঁচা গেল—

রাজেন। আমরা আপনার লইগ্যাই পথ চাইয়া রইছি। বিপদ য্যামনি পাকাইয়া উঠছে, আপনারে ঠ্যাকানইতো দায়রে মশয়—

ডাক্তার। রাজেনবাবু, বড়দা শুনুন, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভ নেই কিছু। বিপ্লবের প্রয়োজন এখনও শেষ হয়নি। তা'ছাড়া লড়তেও যদি হয়, ঘরের মধ্যে ঘেরাও হয়ে মরার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

রাজেন। হ—কথাটা কইছেন ঠিকই। এহানে রইলে মরণ নিশ্চয়। রাস্তায় বাহির হইলে বাচন যাইতেও পারে।

অভয়। সেই ভাল। আর এখানে লড়াই করে রূপলালবাবুকেও বিপদে ফেলা হবে যথেষ্ট। বাড়ীতে থাকতে দিয়ে তিনি অমনিতেই যথেষ্ট উপকার করেছেন। তাঁকে প্রকাশ্যভাবে টেনে আনা আমাদের অন্যায় হবে।

শিবেশ। তা সত্যি। আমি এতটা ভেবে দেখিনি।

ডাক্তার। Ready everybody. Dress as you like—quick—

(যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিল। কর্ম্মীবৃন্দের কর্ম্ম ব্যস্ততা। ডাক্তার ও কুমুদ সাজিলেন রাজমিস্ত্রি। রাজেন প্রভৃতি মুসলমান—কেউ বা সাহেব। বাকী সব ঝাঁকা মুটে। তারপর সকলে দাঁড়াইলেন)

দ্বারিক। হঠাৎ নাটকটা বেশ জমে উঠেছে মনে হচ্ছে।

শিবেশ। হ্যাঁ। এই দৃশ্যের অভিনয় এমন করে করে যেতে হবে যাতে সুস্পষ্ট দাগ থেকে যায় দর্শকের প্রাণে।

ডাক্তার। Now, Ready for action. Let's start—

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

বেরোবার আগে একটা কথা। দিনের শেষে যারা টিকে থাকবো—আবার আমরা মিলিত হবো নটবরের বাড়ীতে। Future programme স্থির করা হবে সেখানে বসে। Watch word মনে থাকে যেন—তারাপদ। Start by batches.

(সকলের তথাকরণ। সর্ব্বশেষে ডাক্তার ও কুমুদ রওনা হইয়া গেল। মঞ্চের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেল। সঙ্গীতের রেশও ক্রমশঃ দূরে মিলাইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সতর্ক পদক্ষেপে সানুচর ট্রিগার প্রবেশ করিলেন)

ট্রিগার। Oh—! Take care all of you—they must be in. Go and find out—

(পিস্তল উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাঙ্গপাঙ্গদের কেহ কেহ ভেতরে খুঁজিয়া আসিল।)

সিপাই। নেহি মিলা হজৌর। মালুম হোতা ভাগ গিয়া—

ট্রিগার। They were here. Don't you see their

foot marks—you fools ? I have got definite information—they were here. They are not supposed to know that I shall come with party. Who was on duty here ?

জনৈক অফিসার। রাস্তেমে পাহারা কোন থা ?

জনৈক সিপাহী। জি হুজুর—হম।

ট্রিগার। ইসি কোঠিসে কোই আদমী নিকাল গিয়া ?

সিপাই। নেহি হুজুর—ভদ্দর আদমী কোই নেই নিকাল গিয়া। আঠ দশ আদমী মিস্তিরি অওর কুলীলোগ কাম্ কা বাদ থোড়ে আগেমে ঘর চলা গিয়া।

ট্রিগার। You bloody fool. (চপেটাঘাত করিলেন পরে চীৎকার করিয়া) Follow them quick—on all sides. I must have them—those leaders of Jugantar and Anuhshilan —I must have them—

(অনুচরদিগের ব্যস্ততাসহকারে ইতঃস্তত প্রস্থান। ট্রিগার নিস্ফল আক্রোশে ধমকাইতেই লাগিলেন)

Get off—you bloody swine—get off. উলোক নেহি মিলে টব টুমি শালেকো হম খুন করেগা, Idiot dogs কাঁহেকো।

—সপ্তম দৃশ্য—

(শাশ্বতীর গৃহ। রাত্রি। Night dutyতে যাইবার জন্য তাঁহার স্বামী সিগ্‌নালারবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে পোষাক পরিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল এক কাবুলী। কাঁধে ঝোলান মস্ত ঝোলা)

সিগ্‌নালার। এই কে তুমি? কৌন হ্যায়? কেয়া মাংতা?

কাবুলী। হিং লেআয়া সাব—মাইজীকা ওয়াস্তে—আচ্ছিসি মুলতানী হিং।

সিগ্। কি? রাতকে আয়া হিং বেচলেকো? চালাকী পায়া না? আর ঘরের মধ্যে ঢোকা কাহে? জানতা নেই—এটা ভদ্দর লোকের বাড়ী? যাও—বাহার যাও—

কাবুলী। আরে সাব—বাহারসেই তো অভি আয়া। লেকিন আপকো জরু হামকো আনে বোলা—উসিসে আয়া—

সিগ্। জরু? জরু কোন হ্যায়?

কাবুলী। জি হুজুর—আপকো জেনানা যো হ্যায়—ইস্তিরি বোল্‌তা হ্যায় জিসকো, উনকো জরুর বোলা দিজিয়ে না—আপলোগো সব কোম্পানী বাহাদুরকা বড়া বড়া নোকড়ি ওয়ালে, সাব আদমী—হম লোগকে সাথ কেয়া জানপহচান হোগা জি? (জাঁকিয়া বসিল)

সিগ্। বাঃ বেশ মজার লোক তো হ্যা তুমি? দিব্যি জাঁকিয়ে বসে পড়া হ্যায়। জীগগির ওঠো বলতা হ্যায়—নইলে তোমকো ধাক্কা মেরে বার কর দেগা—

কাবুলী। আরে সাব—বাহার করনেসে ভি দুসরা আদমী আপকো চাহি। একেলা আপকো তাগদসে তো হোগা নেই। শায়ব বোলা দিজিয়ে আপকো ইস্তিকি জিকো—

সিগ্। ছ্যাখো —মুখ সামলে কথা বলো। বোলকে দিচ্ছি। এয়ারকি পায়া না? এখনি ইষ্টিশনে খবর দিয়ে—দশ আদমী আনকে তোমকো ঠাণ্ডা কর দেগা, জানতা হ্যায়?

কাবুলী। (উচ্চ হাস্য) (চীৎকার শুনিয়া ব্যস্তভাবে শাশ্বতীর প্রবেশ)

শাশ্বতী। কি, কি হয়েছে?

কাবুলী। আরে মাইজী আপকে লিয়ে ভালাভালা চিজ লেআয়া—আওর সাবলোক তো বহুৎ গোসা হোকে হমকো এহি বাহার নিকাল দেতা—এহি ঠাণ্ডাভি করনে মাংতা। আরে সাব আপকো ইস্তিরি তো হমকো বহিন লাগতা -

সিগ্। এই ছ্যাখো—

শাশ্বতী। (তাড়াতাড়ী হাত ধরিয়া) করছো কি তুমি? (হাসিয়া) এই না তোমার ডিউটীর দেরী হ'য়ে যাচ্ছে বলে খাবার অদ্ধেক ফেলে উঠে এলে? ঘড়িটা দেখোতো একবার—

সিগ্। (ঘড়ি দেখিয়া) এঁ্যা, পনের মিনিট লেট? এই ব্যাটাই তো ঘরে ঢুকে যত ফ্যাসাদ বাধালে—

(কাবুলীর উচ্চহাস্য)

শাশ্বতী। আঃ কাকে কি বলচো তুমি?

সিগ্। কেন ঐ —

কাবুলী। ফ্যাসাদ তো বহুদিন আগেই ঘরে ঢুকেছে দাদা—আজ তো নতুন নয়। এত সহজে তাকে তাড়াতে পারবে তুমি? (পুনরায় হাসি)

সিগ্। এঁ্যা আপনি? ডাক্তারবাবু? এই পোষাকে? নমস্কার—নমস্কার। মাপ করবেন—ভারি অপরাধ হ'য়ে গেছে—ছি—ছি। কিন্তু খুব অবাক করে দিয়েছেন Sir।

শাশ্বতী। তাই বুঝি তাড়াতে গিয়েছিলে?

ডাক্তার। হাঃ হাঃ ওটা কুটুম্ব বিদেয় দিদি। সম্বন্ধটাতো মিষ্টিই বটে।

সিগ্। দেখুন দিকি কি লজ্জার কথা— ছি—ছি— আমি একেবারেই চিনতে পারিনি। কি করেই বা পারবো বলুন? আর লজ্জা দেবেন না। আপনি তা'হলে বিশ্রাম করুন— আমি এবার চলি। পরের চাকরী—অমনিতেই প্রায় আধঘণ্টা late হয়ে গেছে। (শাশ্বতীকে) তুমি দেখাশুনা করো - আমি চললুম। (ডাক্তারকে) নমস্কার—কিছু মনে করবেন না যেন— (প্রস্থান)

শাশ্বতী। (ডাক্তারকে প্রণাম করিয়া) ওই বহুরূপী সাজ খুলে এবার একটু স্থির হয়ে বসোতো দাদা।

ডাক্তার। স্থির হয়ে বসতে দিলে কই দিদি? বাজীকরের বাজী—কোথায় আর কবে যে শেষ হবে! শোওয়া বসা, থাকা খাওয়া সব সেদিন ভেবে দেখা যাবে ভাই—এইটে

রাখো। (ঝুলি হইতে এটাচি কেশ বাহির করিয়া শাশ্বতীর হাতে দিলেন।)

কাল নেবো।

শাশ্বতী। কি আছে এতে দাদা?

ডাক্তার। সায়েবের মাথা দিদি, সায়েবের মাথা। সাবধানে রেখে দিও।

শাশ্বতী। বলবে না এই তো? তা নাই বলো। কিন্তু আর একটা কথার উত্তর দেবে?

ডাক্তার। দেব বই কী। জিজ্ঞেস কর।

শাশ্বতী। দাঁড়াও। এসে অবধি যে শুধু বকেই সারা হচ্ছো—খাবার করা আছে নিয়ে আসি। সায়েবের মাথা আগলিয়ে বসো—আমি আসছি।

(প্রস্থান ও একথালা খাবার লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

এবার কত দিন পেটে কিছু পড়েনি?

ডাক্তার। (খাইতে খাইতে) তা যাই বলো দিদি—মাঝে মাঝে উপোস, ডাক্তারী মতে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

শাশ্বতী। আচ্ছা দাদা তোমাদের কি বাড়ী-ঘরের কথা মোটেই মনে হয় না?

ডাক্তার। কে বলে হয় না? তা'হলে এই রাতে ঝোলাঝুলি কাঁধে ছুটে এলাম কেন?

শাশ্বতী। ঐ সায়েবের মাথা গুঁজে রাখতে। ঐ মাথার ঠোক্কর খেয়ে আবার যে কার মাথা গড়াগড়ি যাবে তাই ভাবছি।

আচ্ছা দাদা—এমনি বেপরোয়া খুন জখম করতে তোমাদের মায়া হয় না ?

ডাক্তার। খুন-জখম ? কাকে করলাম ?

শাশ্বতী। তুমি না কর—তোমাদের দলের লোকেরা করছে। ওই সেদিন ঢাকায় জোড়া খুন হলো। তার জের না মিটতেই অতীন চাটুয্যেকে গুলী করে মারলো চৌরঙ্গীর ওপরে—দিনের বেলায়, দশ লোকের সামনে। সারা দেশ যে তোলপাড় হ'য়ে গেল তোমাদের এই কাণ্ডকারখানায় !

ডাক্তার। সাপে ছুবলেছে দিদি—সাপে ছুবলেছে। সাপে ছোবলালে সেখানটা চিরে ফেলতে হয়—মানুষকে বাঁচাতে। এরাও বিষাক্ত করেছে দেশ। তাই তাড়াতাড়ি বিষটুকু টেনে নিয়ে দেশকে বাঁচাবার চেষ্টা। অতীন চাটুয্যের খুন নিয়ে ওরা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেবেই। ট্রিগারের ডান হাত ছিল সে। আচ্ছা এবার উঠি দিদি—

শাশ্বতী। এখনই যাবে ? কোনদিন কি প্রাণধরে একটু সেবা ক'রতেও দেবে না ? এমনি পাষাণ তোমরা দাদা ?

ডাক্তার। তোমার সেবার তো অন্ত নেই শাশ্বতী। নইলে এমনি করে নিশ্চিন্ত মনে ছুটে আসতাম কি করে ? দেশের জন্য যত বিপদ তুমি মাথায় করে নিয়েছ—আমি তো তার সাথী রয়েছি ভাই। কিন্তু দেশের দুঃখে যে কেঁদেছে—রাজার রোষও যে সেখানে দিয়েছে হানা।

তাইতো তোকে নিয়ে আমার যত ভয়। কোন ছলে এই সাজানো সংসারে আঘাত লাগলে—

শাশ্বতী। সেই আশীর্ব্বাদই করে যাও দাদা। তোমরা ঘুরে বেড়াও পথে পথে—আহার নেই, নিদ্রা নেই। ঘর নেই-বাড়ী নেই। আর এই স্বচ্ছন্দ সংসারে বাঁধাধরা জীবনযাত্রা, এ আমার সইছে না। সংসার যদি আমার ঘুচে যায়, তোমার বোন এই পরিচয়ই আমার সার্থক হবে দাদা—

(ডাক্তার পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন)

ওটা কি কেউ নিয়ে যাবে না তুমিই আবার আসবে ?

ডাক্তার। আমার আর আসা ঘটবে না দিদি। যে ছেলেটি চিঠি নিয়ে যায়—সেই এসে নিয়ে যাবে। এবারকার বেড়াজালটা একটু শক্ত করেই দিয়েছে। একটু সতর্ক থেকো দিদি। আমার এবার লম্বা পাড়ি, হয়তো শীগগির আর দেখা হবে না—

(শাশ্বতী ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন)

শাশ্বতী। তোমার কোন বিপদ হবে না বল ?

ডাক্তার। (হাসিয়া) পাগলী— মরণ নিয়ে যাদের খেলা, বিপদ কি তাদের ছুঁতে পারে ? চললাম দিদি।

শাশ্বতী। একবার দাঁড়াও—

(অন্তরাল হইতে অঙ্গুলী চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই অঙ্গুলী দ্বারা ডাক্তারের কপালে ফোঁটা দিল)

ডাক্তার। কি এ দিদি?

শাশ্বতী। (পুনরায় পদধূলি লইয়া) দাদা— সারা দেশের মেয়েদের হ'য়ে তোমার কপালে এঁকে দিলাম জয়টীকা। তোমার যাত্রা শুভ হোক—

তোমায় দেখে কি মনে হয় দাদা জানো? আবার যদি কখনও জন্ম নিতে হয়-- ফিরে যেন আসি এই দেশের মাটিতে—তোমার বোন হয়ে, তোমার মা হয়ে। জীবন ঢেলে দিই তোমার কাজে—তোমারই সেবায়—

(ডাক্তার তাহার এই ভাবোদ্বেল মুখের দিকে ক্ষণকাল সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন তৎপর নিঃশব্দে তাহার মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অশ্রু-সিক্ত চোখে শাশ্বতী তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে তাকাইয়াই রহিল। তাহার সত্বা যেন পরম ভক্তিতে ঐ পথের ধূলায় মিশাইয়া গেল)

চতুর্থ অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

ভুটানের পল্লী। ডাক্তার ও কুমুদ।

(গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলকফোঁটা, গায়ে ছাপ। কুমুদের হাতে চিঠি।)

কুমুদ। সবই গেল— কবির ভাষায় যাকে বলে একে একে নিভিছে দেউটী। বড়খোকা কলকাতায় এসপ্ল্যানেডের মোড়ে সশস্ত্র ধরা পড়েছে। সেজদা মরেছে actionএ। শ্যাম সা ধরা পড়েছে তিলজলায়। সে নাকি কি একটা স্বীকারোক্তি করেছে। তাই নিয়ে পুলিশ চারিদিকে খুব হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে।

ডাক্তার। (নীরব রহিলেন—তাঁহার দৃষ্টি দূর নিবদ্ধ)

কুমুদ। গৌহাটীতেও প্রলয়কাণ্ড— পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে ধরা পড়েছে দ্বারিক লাহিড়ী। রাজেন বাবু, কত্তা, সুলতান যুদ্ধ করতে করতেই ধরা পড়েছে। আমরা তো এদিকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি—ভুটানের এই হাটে, পাহাড়ে—

ডাক্তার। তবু এ আগুন নিভবে না। অনিবার্য্য গতিতে বিপ্লব এগিয়ে চলবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে। যে আগুন আজ জ্বলে উঠেছে সারা দেশের বুকে—আমাদের

আত্মাহুতি তাকে করে রাখবে আরও সঞ্জীবিত—তার শিখা হয়ে উঠবে আরও— আরও উজ্জ্বল। তারপরে ঐ লাঞ্ছিতা, প্রপীড়িতা দেশজননীর শৃঙ্খল যাবে ছিঁড়ে—স্বাধীনতার সূর্য্য উদিত হবে এর পূর্ব্বাচলে—ঘুচে যাবে যুগ যুগ সঞ্চিত দাসত্বের, দীনতার অন্ধকার।

কুমুদ। কি জানি কবে সেদিন আসবে। আমরা তো স্বপ্ন দেখে আর গুলী খেয়েই বিদায় নিলাম। এ দল তো সাবাড় হতে চলেছে। নতুন রিক্রুটও আর আগের মত পাওয়া গেল না। কারা যে এই আগুন জ্বালিয়ে রাখবে আপনিই জানেন। আমরা বেদের দল—আজ বাংলা কাল ভুটান পরশু আফগানিস্থান, এই করেই জীবন শেষ করলাম।

ডাক্তার। নতুন ছেলে আসবেই। পথও হয়তো বদলাতে পারে। আমাদের এই সশস্ত্র বিপ্লবের জায়গা নিতে পারে আরও কার্য্যকরী নতুন কোন পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের জ্বালা এই বিপ্লবের আগুন দেশের বুকে অনির্ব্বাণ তেজে জ্বলতে থাকবে—

(মগনরাম বাগারিয়ার প্রবেশ)

মগন। কেয়া সুন্দরজী—কেমোন চোলিয়েছে আপনার কাজ-কারবার সোব? হাটে হাটে সোব জানাস্থহ্‌না ঠিক ঠিক হোত্তেছে? সুতা উতাই কেবোল চালাবে না উয়ার সাথে গামছা উমছা কুছু কুছু লিয়ে দেখবেন? পাহাড়ী মুল্লুক আছে— কারবার একবার চালু্‌ হোবে তো বহুৎ চলবে।

কুমুদ। আর উমছায় কাজ নেই বাবা—উঞ্ছবৃত্তি ঢের হয়েছে। বাবার পায়ের ফোস্কা আজও সারেনি—

মগন। গামছা উমছা কাঁহাসে লিলেন সামজী ? আউর কোন গদীর সাথে কারবার কোরেছেন কি ?

ডাক্তার। না না মগনরামজী— ও গামছার কথা বলেনি। হরকান্ত বলছে ওর আর এসব ভাল লাগছে না। সুতো নিয়ে পাহাড়ী হাটে হাটে—ফিরি করা ওর পছন্দ নয়।

মগন। ওহি বাত। আপনি লোগ পারছেন আর আদমী লোগ বিগড় গিয়েছে। তা উঁয়াকে একঠো টাট্টু ঘোড়া কিনিয়ে দেন। বেবসা হোবে ফিরভি— ফিরভি চড়িয়ে হাওয়া খাওয়া হোবে—হাঃ—হাঃ।

কুমুদ। কেন একটা গাধা হলেই তো ভাল হতো। চড়লে মানাতোও। মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে দেশে দেশে ঘোরাও যেতো—

মগন। হা—হা—হা—। ওরোকান্ত আপনার বহুৎ মোজার লোক আছে সামসুন্দরজী। মোজার মোজার বহুৎ বহুৎ কোথা বোলিতে পারে। আমি উঠি বাবুজী। অসুবিস্তা কুছু হোবে তো জানাবেন। লেকিন বেবসা মোন দিয়ে চালাবেন তো পয়সা ভালো কামাবেন। আপনি কামের লোক আছেন—আপনার কাস্তর যে মোন বোসে না। বাঙালীন আদমীকা দস্তুর—বেবসামে বহুৎ ডর লাগতা,

এই ভুটান মুল্লুকে একটা সাদি টাদি না হয় দিয়ে দিন—মোন জলদি বোসে যাবে—হাঃ—হাঃ। (প্রস্থান)

কুমুদ। হ্যাঁ—তা'হলেই পাকাপাকি জনকঋষি হয়ে বসা যায় আর কি—

ডাক্তার। এই জীবন তোমার ভাল লাগছে না না ?

কুমুদ। নিশ্চয় না একশোবার না। কোথায় ভুটান পাহাড়ের গাঁয়ে গাঁয়ে সুতো বেচে বেড়াচ্ছি—হাটে হাটে বকে মরছি আবোল তাবোল। কি হবে বলুন এতে ?

ডাক্তার। শোন রাঙাদা - আমাদের যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায় শেষ হ'য়েছে। সমস্ত চেষ্টা সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম আমরা বুদ্ধি-জীবী তরুণ দলের মধ্যেই। মহাযুদ্ধের সুযোগ বিশেষ করে নিতে চেয়েছিলাম, পারিনি। এবার সুরু হবে দ্বিতীয় পর্য্যায় ব্যাপকতর করতে হবে এর প্রসার। ছড়িয়ে দিতে হবে এর আগুন সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে। এইখানে নিরালায় বসে বিভিন্ন দেশের সাথে contact করে যেতে চাই—

কুমুদ। কি ভাবে কাজ আরম্ভ করবেন ?

ডাক্তার। সেটাই এখনকার বড় ভাবনা। Annie Besantকে পত্র দিয়েছি। Sir Subrahmanyaর সাথেও correspondence চালাচ্ছি—এবং তার-যোগে আমেরিকায় President Wilsonএর কাছেও ভারতের দাবী জানিয়েছি। Chinaএ Sun-Yet-Senএর সঙ্গেও

contact হয়েছে। পণ্ডিত মালবীয়াজীর কাছেও বিপ্লবীদের দাবী জানিয়েছি। Germany আমাদের খুব উৎসাহ দিয়েছে—জাপানকেও আমাদের প্ল্যান জানিয়েছি। আমার ইচ্ছে definite programme ঠিক না করে আর আমরা অগ্রসর হব না। Sun-Yet-Sen আমাদের কাজে তো খুব উৎসাহ দিয়েছেন। এবারে Arms সম্বন্ধে একটু সুবিধা করতে পারলেই আমরা বাংলায় ফিরে যাব।

(মদনের প্রবেশ)

মদন। ডাক্তারদা— এযে দেখছি এখন রোজকার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল —পড়ে দেখুন—

ডাক্তার। তুমিই পড়।

মদন। (হস্তস্থিত কাগজ পাঠ) ঢাকায় ভীষণ কাণ্ড—পুলিশের সঙ্গে ফেরারীদের ভীষণ সংঘর্ষ—একজন জমাদার নিহত, সি, আই, ডি অফিসার প্রফুল্ল বিশ্বাস, বসন্ত মুখার্জ্জী গুরুতর আহত। এই সঙ্গে দুইজন ফেরারীও নিহত। নাম এখনও অজ্ঞাত। পুলিশের অনুমান অনুশীলন দলের। চিঠিতে শেষে সাবধান করে দিয়ে লিখেছে Link may miss—

কুমুদ। Link তো miss করেইছে। কিন্তু অনুশীলনের? কি জানি ঢাকায় কারা ছিল—

ডাক্তার। না ওরা অনুশীলনের নয়। যুগান্তরের নয়—ওরা বিপ্লবের এই হতভাগ্য দেশের মুক্তিযজ্ঞের। কতদিন

ধরে এ আহুতি যে আমাদের দিতে হবে কে জানে ?

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

বাঁকুড়া জিলার এক পল্লীগৃহ

(শাশ্বতী আনমনে গান গাহিতেছেন)

আঘাত যা দাও তাই যে আমার পরম পুরস্কার
এই কথাটী হৃদয়বীণায় মাগো বাজাই অনিবার।

কাঁটার পথে চলতে গিয়ে
পাই যে গভীর ক্ষত
ব্যথার কুসুম তোমার পায়ে
হোক সে নিবেদিত।

ভস্মতিলক দাও ললাটে
আশার অবসান।
দৃষ্টি প্রদীপ ঊর্দ্ধ শিখায়
জ্বলুক অনির্ব্বাণ।

পাওয়ার সময় না হয় যদি
ছেঁড়েই বীণার তার।
মাগো তোমার চরণমূলে
জানাই নমস্কার॥

(হঠাৎ প্রবেশ করিল দারোগা, জমাদার, কনেষ্টবল, কতিপয় পল্লীবাসী যুবক প্রভৃতি)

দারোগা। এইটে কি শাশ্বতী দেবীর বাড়ী ?

শাশ্বতী। (উঠিয়া) কাকে চান আপনারা ?

দারোগা। শাশ্বতী দেবীকে। আপনিই কি তিনি ?

শাশ্বতী। হ্যাঁ। কি দরকার বলুন।

দারোগা। আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আমরা আপনাকে arrest করতে এসেছি। এ বাড়ীও আমরা search করে দেখবো।

শাশ্বতী। দেখতে পারেন। কিন্তু আমার স্বামী বাড়িতে নেই। অন্য লোকজনও বিশেষ নেই। আমার নিজের শরীরও ভাল নয়। আপনারা আমার স্বামী আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন না ?

দারোগা। না। বসে থাকবার সময় আমাদের নেই। (জমাদারকে) চ্যাটার্জ্জী বাবু— আপনি যান, দোবে আর তেওয়ারীকে নিয়ে searchটা তাড়াতাড়ি সেরে নিন। আপনি একবার গিয়ে বাক্স টাঙ্কগুলো খুলে দেখিয়ে দিন।

শাশ্বতী। (একটি যুবককে ডাকিয়া চাবির থোকাটি আঁচল হইতে খুলিয়া বলিলেন) শ্যাম তুমি যাওত ভাই— ওঁরা যা যা দেখতে চান সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দাও তো।

শ্যাম। আসুন। (শ্যামের সঙ্গে জমাদার ও কনেষ্টবলদের প্রস্থান)

দারোগা। কি অসুখ আপনার?

শাশ্বতী। (ম্লান হাসিয়া) তারজন্য ব্যস্ত হবার আপনার দরকার নাই।

দারোগা। আজ্ঞে না—ব্যস্ত আমি মোটেই হই নি। আপনাকে কিছু Question করবার আছে তাই জিজ্ঞেস করছি।

শাশ্বতী। বলুন।

দারোগা। সোমেশ্বর আপনার কে? কোথায় আছেন তিনি এখন?

শাশ্বতী। কে সোমেশ্বর?

দারোগা। কে জানেন না? ডাক্তার সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বাংলার বিপ্লবীদলের নেতা। যুগান্তরের পাণ্ডা। তিনি আপনার কে হন?

শাশ্বতী। আর কিছু জানবার আছে?

দারোগা। আছে—আছে অনেক আছে। এত সহজে আপনি রেহাই পাবেন না। বাংলা থেকে ওঁরা ফেরার হয়েছেন। আপনি জানেন তিনি কোথায়।

শাশ্বতী। আমি জানি না।

দারোগা। দেখুন আপনার স্বামী Railway servant. তাঁর চাকরী তো খেয়েছেনই। নিজেও হাজতে পচবেন—ফাটক খাটবেন। ছেলেপেলেরা না খেয়ে মারা যাবে—এমন

তো লাটসাহেব কিছু নন—সে তো অবস্থা দেখেই বুঝছি। এ সব দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় দিলে কে? ডাক্তারটি খুব ওস্তাদ লোক বলতে হবে।

শাশ্বতী। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইবেন। আপনি ভদ্র-সন্তান। আপনার কাছে ভদ্র ব্যবহার আশা করি।

দারোগা। বটে! আপনিও তো ভদ্র মহিলা। দয়া করে তা'হলে সত্যি কথাটা বলেই দিন না কোথায় আছে বোমা এবং রিভলভারগুলি আর কোথায় আছেন সেই বীরপুরুষটি যিনি এইসব আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন?

শাশ্বতী। কে বলেছে এ সব কথা আপনাকে?

দারোগা। (বিদ্রূপ হাস্যসহকারে) আপনাদের দলের sharp shooter সেই শ্যাম সা। তিলজলায় ধরা পড়ে সমস্ত কথাই স্বীকারোক্তিতে ফাঁস করে দিয়েছেন।

শাশ্বতী। (ভ্রূ কুঞ্চিত হইল মাত্র। নিরুত্তর রহিলেন)

দারোগা। এই শেষবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কোথায় সেই ডাক্তার? তাকে আমাদের চাই-ই। বলুন-- দেখুন আপনি খালাস তো পাবেনই—প্রচুর Rewardও পাবেন। আপনার স্বামীরও promotion করে দেওয়া হবে। আমি বলছি ওঁকে ষ্টেশন মাষ্টার করে দেওয়া হবে। যদি বলেন না হয় D. T. S. করে দেব। ছেলেরা প্রত্যেকে Govt.এর চাকরী পাবে। মেয়েদের বিয়ে –

শাশ্বতী। আমি জানিনে। আর কিছু আপনার জানবার আছে?

(জমাদার ইত্যাদির প্রবেশ)

জমা। কিছু পাওয়া গেল না Sir.

দারোগা। ভাল করে দেখা হয়েছে?

শ্যাম। কনেষ্টবলগুলো তো জিনিষপত্তর সব তচনচ করে দিয়েছে গো। আবার ভাল করে দেখবেন কি করে?

দারোগা। তুমি থাম হে ছোকরা। দোবে— তোমার সঙ্গে দড়ি আছে?

দোবে। জী।

দারোগা। জেনানা আদমীকো বাঁধো। চ্যাটার্জ্জীবাবু Hand cuff লাগিয়ে দিন। তেওয়ারী তোমরা ওঁকে নিয়ে আমার গাড়ীর পেছন পেছন এসো।

জমা তার মানে? ভদ্দর মাইয়া হাতে হাতকড়ি, কোমড়ে দড়ি বাইন্ধ্যা রাস্তা দিয়্যা হাটাইয়া লইবেন নাকি? একি খুনী আসামী না দাগী মশয়?

দারোগা। আপনার কাছে কি সে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? আমি Superior Officer—আপনাকে যা হুকুম করবো —আপনি মুখ বুঝে তাই করে যাবেন।

জমা। হঃ মুখ বুইজ্যা তাই কইর‍্যা যামু। আপনি হুকুম দিবেন আর মাইয়া লোকের গায়ে হাত দিমু— খুব জবর হুকুম দিতে আছেন দেখত্যাছি।

দারোগা। চ্যাটার্জ্জীবাবু—আপনার নামে আমি Breach of disciplineএর Report করব মনে রাখবেন। আপনিও কি ভেতরে ভেতরে এদের দলে নাকি ?

জমা। আরে Report যা করনের হয় করবেন। জিগান না মশয় এই ভদ্দর পোলারে (শ্যামকে দেখাইয়া) নয় মাস সন্তান প্যাটে তার ওপরে শরীর অসুখ আর তেনারে আপনি হাঁটাইয়া লইবেন কোমরে দড়ি দিয়া এই দশ বার কোশ পথ ? আপনি মানুষ না কিরে মশয় ? মা বোন নাই আপনাগো ?

শাশ্বতী। না— মা বোনের সম্পর্ক ওঁরা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমার জন্য আপনি ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। আপনার চাকরীর হয়তো অনিষ্ট হবে—

জমা। আর লজ্জা দিবেন না মা। পুলিশের চাকরী কইর‍্যা বুড়া হইছি—এনাগো মত ধামাধরতে পারলে আমিও এতদিন দারোগা ক্যান ইনসপেক্টর হইতে পারতাম। কিন্তু আজ আপনার গায়ে যদি হাত তোলে মা তয় আমিও কইছি—যদি ব্রাহ্মণের পোলা হই—তো এই পাপে ইংরেজ রাজত্ব তো যাইবই—এনাগো বংশে বাতি দিতেও কেউ রইব না—

দারোগা। চ্যাটার্জ্জীবাবু— take care বলে দিচ্ছি। এই দোবে—তেওয়ারী দড়ি নিকালো না। কি ঠিক করলেন তা'হলে ? স্বীকার করবেন না ?

শাশ্বতী। স্বীকার? (ম্লান হাসিলেন মাত্র) আচ্ছা আপনারা নাকি আর একজন কোন শাশ্বতীকে ধরে দীর্ঘদিন আটকিয়ে রেখেছিলেন? তাঁর কি হলো শেষে?

জমা। সে কথা জিগান কারে? ছ'মাস ন'মাস হাজত খাটাইয়া কোর্টে যাইয়া ঠিক হইল এ আসল শাশ্বতী নয়। হাকিমের গুঁতা খাইয়া তাই না ঝাল ঝাড়েন আপনার 'পরে—

দারোগা। আপনি থামুন। আসল নকলের বিচার এইবার দেখা যাবে। আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম—তৈরী হয়ে নিন।

শাশ্বতী শ্যাম তোমার দাদা এলে খবর দিও ভাই—আর বাসার দিকে একটু নজর রেখো। একটু দাঁড়ান, (প্রস্থান ও একখানি চাদর গায়ে জড়াইয়া পুনঃপ্রবেশ) চলুন—

(দারোগা আগে হাতকড়ি লাগাইল। পরে তাহার ইঙ্গিতে কনেষ্টবল কোমরে দড়ি জড়াইতে লাগিল। বদ্ধ হস্ত কপালে ঠেকাইয়া শাশ্বতী কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন। এক অপরূপ মহিমায় তিনি যেন শোভা পাইতে লাগিলেন —মনে হইতে লাগিল তিনি যেন কোন দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছেন)

—তৃতীয় দৃশ্য—

(শালকিয়ার বাসা। শিবেশ, অমূল্য, অভয়)

শিবেশ। এ একটা কাজের মত কাজ করেছে অনুশীলন। এক রাতে পেশোয়ার থেকে বর্ম্মা অবধি 'স্বাধীন ভারত' আর 'লিবার্টি' বিলি করেছে। এত অত্যাচারেও কারো এতটুকু তেজ কমাতে পারে নি।

অমূল্য। রবীন ঘোষ ধরা পড়েছে জব্বলপুরে—আশু কাইলী এলাহাবাদে।—নির্য্যাতনের অন্ত নেই—

অভয়। ওরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। ঢাকায় তো শুনছি আবার দুটো খুন করেছে।

শিবেশ। অত্যাচার, উৎপীড়ন কি আর বাঙালীর ছেলেকে বিপ্লবের পথ থেকে ফেরাতে পারে? এতো সখ নয়—এ তার তপস্যা।

অভয়। ডাক্তারের সন্ধান আর কিছু পাওয়া গেল না কেমন?

শিবেশ। না। মেদিনীপুরে কুমুদ আর অনঙ্গকে নিয়ে কারবার করে বেড়াতেন গাঁয়ে গাঁয়ে। ওঁদের বাসার কাছেই নাকি এক ডাকাত ছিলো। গভর্ণমেণ্ট জেল থেকে তাকে নিয়ে যায় পায়োনিয়ার ফোর্সে। কাজেই পুলিশ আসতো ওর বাড়ীতে ভাতা নিয়ে আর—খবরদারী করতে। ইদানীং পুলিশের আনাগোনা বেশী হওয়াতে তিনজনেই চলে

গেছেন ভুটানে। শেষ খবর পেয়েছি Armsএর কিনারা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর ফিরবেন না।

অমূল্য। এই হ'লো ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের ভাগ্য। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, অদম্য তেজ, নিষ্কলঙ্ক মহৎ চরিত্র নিয়ে ডাক্তারদার মত মহান নেতা আজ চোরের অধম জীবন যাপন কচ্ছেন —দেশের মুক্তি সাধনায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হ'লে তাঁকে মাথায় করে রাখতো।

শিবেশ। নইলে আর দেশেরই বা এত দুর্গতি হবে কেন? দুটো পয়সা কি একটা চাকরীর মোহ—নয়তো সরকারের একটু অনুগ্রহ— এরই লোভে যেখানে দেশের লোকই দেশের সর্ব্বনাশ করতে ব্যস্ত—সেখানে বিদেশী শাসন কায়েম হবে না তো হবে কোথায়?

অভয়। সত্যি— ডাক্তার ছাড়া আমাদের অস্তিত্বই ভাবতে পারি না। এত বড় প্রতিষ্ঠানের সে একেবারে প্রাণকেন্দ্র। অথচ দেখ অহঙ্কার নেই—কর্ত্তৃত্বের এতটুকু অভিমান নেই।

অমূল্য। বড়দা, আমাদেরও ব্যবস্থা একটা স্থির করা দরকার। এখানে আর থাকা কোন প্রকারেই নিরাপদ নয়—

অভয়। না। এখানে সব সময়ই ধরা পড়বার আশঙ্কা। শুধু পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের আশাতেই এখানে ছিলাম। এখানকার বাসা তুলে দিয়ে আমাদেরও পশ্চিমে কোথাও আস্তানা নিতে হবে। সবাই একত্র না হওয়া পর্য্যন্ত

আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোন action আমরা নেবো না।

(হঠাৎ একদল পুলিশের প্রবেশ সঙ্গে স্পাই ও অফিসার)

স্পাই। এই যে যুগান্তরের নেতারা— অভয় চাটুয্যে, অমূল্য ঘোষ, শিবেশ চক্রবর্ত্তী—

শিবেশ। But you can't arrest them alive—

(হঠাৎ আলো নিভাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনটা পিস্তল এক সঙ্গে গর্জিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া বিপ্লবীরা অন্তর্দ্ধান করিল। পুলিশদল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। পরে টর্চ্চ জ্বালিয়া দেখিতে পাইল বিপ্লবীরা পলায়ন করিয়াছেন। পুলিশ খোঁজাখুজি কবিয়া বাতি জ্বালাইল)

স্পাই। হেই বাবা রক্ষেকালী, হেই মা মনসা বাড়ী গিয়ে পূজো দেব মা। উঃ বাপের ভাগ্যি আজ প্রাণ রক্ষে হয়েছে। বাপ—Let us run sir. নয় তো if again come sir—we lose paternal life sir— please—

অফিসার। Oh! These dangerous groups—these Jugantar and Anushilan—

(সকলের প্রস্থান)

—চতুর্থ দৃশ্য—

মীর্জ্জাপুরে ডাক্তার রায়ের চেম্বার।
(ডাক্তার পতিতপাবন ও কম্পাউণ্ডার গুণবিহারী)

গুণবিহারী। তুমি যাও বঙ্গে—কপাল যাবে সঙ্গে। কথাটা শোনাই ছিল, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি। সেকালে বঙ্গে গেলে না হয় কপাল সঙ্গে নিতো আর একালে বঙ্গ ছাড়লেও কপাল সঙ্গ ছাড়ে না —তার র কি করে রে মশাই?

ডাক্তার। কেন বলতো কুমুদ? •

কুমুদ। শোনেন নি বুঝি? এই পাড়াতেই একজন জার্ম্মান আর একজন আরবী স্পাই নজরবন্দী আছেন। পুলিশ তো সমানেই তাঁদের খবরদারীতে লেগে আছেন। সেবারে মেদিনীপুর গেলেন—সেখানে পড়লাম ডাকাতের হিল্লেয়। তাতেই একদম ভুটান। ভুটান থেকে যদি বা এলাম এই মীর্জ্জাপুরে—এখানে আবার জার্ম্মানীর হিল্লেয়। এবার কি জার্ম্মানীতে পাড়ি দিতে হবে নাকি? জান্ আর বাঁচে না দেখছি। এদিকে পাড়ায় সব কি বলাবলি করছে জানেন?

ডাক্তার। কি বলছে?

কুমুদ। সত্যি ডাক্তার—না স্পাইটাই কিছু? কতই যে কপালে ছিল।

ডাক্তার। কপালে কতকিই জুটেছে—এটাই বা বাদ থাকে কেন? দেখাই যাক না—কতদুর গড়ায়।

কুমুদ। গড়াতে গড়াতে একেবারে না কুপোকাৎ হয়ে যাই—

(একজন রোগীর প্রবেশ)

রোগী। (সন্দেহে কুটিল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া) আপ ডাংদার সাব হ্যায়?

ডাক্তার। জি হাঁ। বৈঠিয়ে।

রোগী। (বসিতে বসিতে) ইয়ে কৌন হ্যায়?

ডাক্তার। মেরে কম্পাউণ্ডার গুণবিহারীজি।

রোগী। ডাংদার সাব— মেরে বহুৎ খাঁশি হোতা। অওর বুকমে দরদ ভি হোতা। থোড়া দাওয়া তো দিজিয়ে।

ডাক্তার। আপকী মেহেরবানী। শায়র হমকো দাওয়াই তো সব আভিতক পৌছায়া নেহি। হম আপকো একঠো প্রেসক্রপশন লিখ দেতা হুঁ। (ষ্টেথিস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করণ) আপকো বুক পিঠ বিলকুল আচ্ছি হ্যায়। কোই গলতি নেহি। দেখে আপকো মুহ কা অন্দর — হাঁ কিজিয়ে —অওর —আঁ—কিজিয়ে— (রোগীর তথাকরণ)

কুমুদ। (ডাক্তারকে রোগীর জিভটী টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইঙ্গিত। ডাক্তারের স্মিত হাসি)

ডাক্তার। আপকো গলেমেই তো বহুৎ বেমারি। ভারি

ফেরিনজাইটীস হুয়া আপকো। লিজিয়ে হম দাওয়াই লিখ দেতা হুঁ।

রোগী। নেহি নেহি সাব দোঠো একঠো কিতাব উতাব দেখ কর লিখ দিজিয়ে। কিতাব উতাব আপকো কাঁহা হ্যায় ?

ডাক্তার। জি সব উও কামরে মে হ্যায়। আলোয়াড়ী উলোয়াড়ী সব জরুর মাঙ্গানে পড়েগা। আভি তো বহুৎ তকলিফসে কাম চালাতা। কম্পাউণ্ডার সাব—থেরাপিউটীক ইনডেক্স্ ঠো লাইয়ে তো জি।

(কুমুদের প্রস্থান)

লেকিন ইয়ে আপকো মামুলী বেমারি হ্যায়।

রোগী। তব ভি সাব বৈগের কিতাব হমকো দিলখুস্ নেহি হোগা।

(কুমুদের প্রবেশ ও খবরের কাগজ মোড়া বই প্রদান)

ডাক্তার। (দেখিয়া) কেয়া তাজ্জব! ম্যায় মাঙ্গা ইনডেক্স্ আপ লেআয়া এনাটমি ?

কুমুদ। কেয়া কঁরু সাব ? দো তিন শত কিতাবকে অন্দর একঠো ইনডেক্স্ কাঁহা ঘুঁম গিয়া হোগা। আচ্ছা ফিন দেখে। (প্রস্থান)

ডাক্তার। শুনিয়ে তো বাত জি। বৈগের কিতাব কেয়া ডাক্তারকো কাম চলতীথি ? দো তিন শত কিতাব কেয়া বহুৎ জেয়াদা হ্যায় ?

রোগী। দো তিন শত কিতাব আপ পঢ়নে আলে হেঁ? আপ ইতনি বড়া ডাংদার হ্যায়? কসুর মাপ কিজিয়ে—ম্যয় বহুৎ বহুৎ সেলাম দেতা হুঁ।

(কুমুদের পুনঃপ্রবেশ ও বালিকাগজে মোড়া বই প্রদান)

কুমুদ। লিজিয়ে সার।

ডাক্তার। (নিবিষ্ট মনে বই দেখিয়া) কেয়া জি, খাঁশি রাতমে জাস্তি হোতা?

রোগী। জী হাঁ।

ডাক্তার। খাঁশিমে বখত শিরমে দরদ মালুম হোতা?

রোগী। জি হাঁ।

ডাক্তার। কেয়া কভি কভি উলটি ভি আতি?

রোগী। জি হাঁ—জি হাঁ।

ডাক্তার। (প্রেসকৃপশন লিখিয়া) লিজিয়ে। ইসমে সব লিখ দিয়া। আচ্ছি হো যাইয়েগা—ঘাবড়াইয়ে মৎ।

রোগী। তলব?

ডাক্তার। মাপ কিজিয়ে— আপকী মরজী। কোই দেতা হ্যায় চার রুপৈয়া—কোই এক দো। ফির কোই দেতা ভি নেহি। আপকী খুসী—

রোগী। ম্যয় ফির ভি আউঙ্গ জী। নমস্তে—

(টাকা দিয়া প্রস্থান)

কুমুদ। না এসে কি তুমি ছাড়বে বাপধন? কিন্তু তখন পেলে হয় আবার—এই যা। বেঁচে থাক বাবা ডিক্‌স্‌নারী।

ডাক্তার। আর বেঁচে থাক তুমি কম্পাউণ্ডার গুণবিহারী।

(বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। ঐ সঙ্গে প্রশ্ন হইল Mr. Ray in?)

ডাক্তার। Yes, come in.

কুমুদ। আবার কে বাবা?

(শান্তনু চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ)

চ্যাটার্জ্জী। Good morning Dr. Ray. অসময়ে বিরক্ত করলুম বোধ হয়? আপনি যেরকম Busy practitioner— (ডাক্তারের ইঙ্গিতে কুমুদের প্রস্থান)

ডাক্তার। Good morning Mr. Chatterjee আসুন—আসুন। কিছু অসময় নয়। আপনিই বরং কষ্ট করে যে এতদূর এসেছেন—

চ্যাটার্জ্জী। By jove. বলেন কি Sir? আপনার মত মানুষের সঙ্গে আলাপ—এতো ভাগ্যের কথা। সহর শুদ্ধ লোকের মুখে আপনার সুখ্যাতি। বসে—না এমন ডাক্তার হয় না, এমন মানুষও দেখা যায় না। Government এর ঘরেও আপনার তেমনি নাম। নইলে দেখুন না আসতে না আসতেই আপনাকে করে দিলে Municipalityর nominated Commissioner?

ডাক্তার। Governmentএর দয়া। নইলে আমার আর কি যোগ্যতা বলুন?

চ্যাটার্জ্জী। সে কথা বলবেন না Sir. আপনার মত qualified লোকদের Govt. recognise করবে না তো করবে কে? দেখুন না To be frank with you—সেদিনের সেই পার্টিতে, যেখানে আপনার সাথে First introduction হলো, কেউ কেউ আমাকে খুলেই বলেছিলেন Dr. Ray is a very nice gentleman তবে বড্ড বেশী pro-Govt. মানে একটু বেশী —

ডাক্তার। ধামাধরা আর কি —

চ্যাটার্জ্জী। না না—ঠিক তা বলেন নি। হা—হা—হা Good gracious you are so exacting. ডাক্তার মানুষ একেবারে right pointএ hit করাই তো কাজ। কিন্তু For God's sake যে যাই বলুক Dr. Ray, Govt কে ছাড়া কি আমাদের চলে বলুন? চাকরী করুন— অমন সুখ নেই · পুরুষানুক্রমে নিশ্চিন্দি। মশাই Civilized করলো কারা? Education দিলে কে? I. C. S, I. P. S. কাদের দেয়া Sir? হুঁ, ছিল আপনাদের Indiaতে কিছু? তারপর ইংরেজরা লোক চেনে কেমন? গুণীর কদর তো ওদের কাছেই।

ডাক্তার। তা আর বলতে?

চ্যাটার্জ্জী। আপনিই বলুন। এই ধরুন না—আমি আজ

পুলিশের D. I. G.—Denham সাহেবকে নিশ্চয় জানেন? Denham Delhir C. I. D.র খোদ বড় কর্ত্তা। তাঁর আমি এখন Personal Assistant. বলুন তো Sir, আমি তাঁর মর্য্যাদা রাখব না এই যে দেশে কতকগুলো Vagabonds একটা দেশোদ্ধারের হুজুক তুলেছে, কতকগুলো Worst criminals—সায়েব মারতে যারা ইতস্ততঃ করে না মশাই—তাদের Back কোরব? সায়েবই স্বয়ং আমায় বললে Chatterjee, I see you are deadly opposed to them. আমি বলি—বল কি সায়েব—ওই সব Terroristদের প্রত্যেককে আমি নিজে হাতে ফাঁসির দড়িতে লটকিয়ে দিতে রাজি আছি। দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে দিলে মশাই! আরে কোথায় তোরা দুটো ফেরারীর দল আর কোথায় একটা Established British Govt. ফুঃ—

ডাক্তার। যা বলেছেন Sir—একেবারে খাঁটি কথা। এসব কি সবাই বুঝতে চায়?

চ্যাটার্জ্জী। আচ্ছা আপনি তো বাঙ্গালী। আপনার দেশ কোথায়? I mean কোন Districtএ—If you don't mind of course—

ডাক্তার। না না—mind করার এতে কি আছে? হুগলী জেলা জানেন তো? সেই হুগলীতে। তবে কি জানেন—ছেলেবেলা থেকেই ঘরছাড়া- মানে এই বিদেশেই দিন কেটে গেল।

চ্যাটার্জ্জী। হুগলী জেলায়? কোথায় বলুন তো?

ডাক্তার। বৈঁচি। বৈঁচি জানেন তো? ঐ বৈঁচিতে—

চ্যাটার্জ্জী। বৈঁচিতে? Is it? তা'হলে তো আপনি একেবারে নিজের লোক। আমারও যে মাসীমার বাড়ী ওখানে।

ডাক্তার। কাদের বাড়ী বলুন তো?

চ্যাটার্জ্জী। মানে আমি তো আপনার মতই দেশছাড়া—নামটা ঠিক correctly মনে নাই। তবে ঐ আপনাদের গাঁয়েই। যাকে বলে close neighbours আর কি? তা দেখুন Dr. Ray—আলাপ যখন হোল—পরিচয়ও একটা বেরুলো Then we are friends no doubt? কেমন—নিশ্চয় একটু দাবী করতে পারি?

ডাক্তার। নিশ্চয়—এ কত আনন্দের কথা—

চ্যাটার্জ্জী। Dr. Ray—তাহলে খুলেই বলি। Govt. আপনাকে আরও ঘনিষ্টভাবে পেতে চায়। Mr Denhamএর সঙ্গেও আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব। অমন সায়েব আর হয় না Sir. আপনাকে একটা কথা বলি— (চারিদিকে তাকাইয়া) বাঙ্‌লার anarchist দলের কয়েকজন নেতা ফেরার আছে। তাদের ধরবার জন্য প্রচুর Reward ঘোষণা করা হয়েছে।

ডাক্তার। বলেন কি? Is it true?

চ্যাটার্জ্জী। Most unfortunately so. আমাদের মাথা

পর্য্যন্ত হেঁট করে দিয়েছে Sir. কিন্তু কোন clue পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের খবর—যুগান্তরের নেতা Dr. Someswar Mukherjee তার দলবল নিয়ে পশ্চিমেই আছে—

ডাক্তার। যুগান্তর? সে আবার কি Sir?

চ্যাটার্জ্জী। শোনেন নি? আপনি quite disinterested person দেখছি, Professionএর বাইরে কিছুই খবর রাখেন না। যুগান্তর একটা মস্ত Terrorist party Sir. বাংলার যুগান্তর আর অনুশীলন—এই দুই partyই তো দেশে Terrorismএর পাণ্ডা। আর ঐ সোমেশ্বর—বাহাদুর লোক মশাই—পাঁচ সাতটা Foreign language জানে—চেহারা বদলাতে যাকে বলে ওস্তাদ। Siam, Burma, Malay, Tibet, China, Nepal, Bhutan—every where লোক পাঠান হয়েছে তাকে ধরবার জন্য—স্বয়ং Denham সায়েব শুদ্ধ নিজে attempt কোরছেন—নাঃ। ব্যাটা যেন Juggler—যাদু জানে। এই এখানে—ব্যস আর নেই। এই নবাব সেজে আছে—এই ফকির। সোমেশ্বর তো নয়—যাদুকর—যাকে বলে একেবারে ঘুঘু ফেরারী—।

ডাক্তার। আপনি দেখেছেন তাকে? ভারি Dangerous লোক বলে মনে হচ্ছে তো?

চ্যাটার্জ্জী। কপালের গেরো। বেটা যদি সৎভাবে বাস কোরত

তা'হলে একজন I. M. S. Officer নিদেনপক্ষে Assistant Surgeon হোতে পারত। নয় তো ঢুকলো Anarchist দলে। আমি তাকে দেখব— একেবারে হাত বাঁধা অবস্থায় মশাই। শুনুন—Between you and me —যদি তাঁর কোন খোঁজখবর পান, আমাকে দয়া করে জানিয়ে দেবেন please. And you get twenty thousand rupees cash.

ডাক্তার। Is it? কেমন দেখতে জানেন?

চ্যাটার্জ্জী। বেশ লম্বা—মোটামুটি চেহারা- - শ্যামবর্ণ রং—চওড়া কপাল। কোঁচা উলটিয়ে কোমরে গোঁজে--অনেক সময় মাথা কাৎ কোরে কথা বলে—হাঁটে না দৌড়ায়।

ডাক্তার। কিন্তু ওরা যে শুনেছি Sir ভীষণ Dangerous typeএর, সব সময় বোমা, পিস্তল সঙ্গে থাকে। শেষে হয়তো প্রাণ হারাবো ওদের হাতে পড়ে। না না—কাজ নেই মশায়—দেখুন ও আপনি আর কাউকে বরং ভার দিন। হয়তো মেরেই বসবে কোন সময়—

চ্যাটার্জ্জী। আপনি ভারি ভীতু Sir. Strange দেখুন—একজন ডাক্তার কেমন daring—আর আপনি ঠিক উল্টো—এত nervous! কিচ্ছু ভয় নেই Sir. মারলেই হোল? শুনুন কেউ জানবে না—Strictly confidential. আপনি হোলেন নিজের লোক। এই নিন আমার

Address. এই ঠিকানায় একটা খবর—ব্যস—Twenty thousand rupees cash—

ডাক্তার। কিন্তু দেখুন—After all—আমরা humanitarian professionএর লোক। এই সব ফ্যাসাদে যাওয়া কি উচিত হবে—

চ্যাটার্জ্জী। আপনি বড়ই ভীতু লোক Dr. Ray, Sir আপনি hasitate কোচ্ছেন, ওদিকে আপনাদের মা-লক্ষ্মীরাও এখন আমাদের কাজ কোচ্ছেন তা জানেন? নিন—ওই কথা রইল। With your permission এবার আমি উঠি? Cheer up—good luck—

ডাক্তার। আমি বলছি—তা'হলে না হয় চিঠি আর লিখবো না—একেবারে Telegramই করে দেব, কি বলুন?

চ্যাটার্জ্জী। Fine. ঐ আমার Address—Mr. শান্তনু চ্যাটার্জ্জী, D. I. G. Delhi. আপনারও নিজের নাম না হয় দেবেন না—আপনার নামের Code হিসেবে—Docroy—আচ্ছা ডাকুরয় ব্যবহার করলে কেমন হয়?

ডাক্তার। ডাকুরয়—ডাকুরয়—ডাক্তার ডাকুরয় (উচ্চহাস্য)

চ্যাটার্জ্জী। (হাসিয়া) Good by Dr. Ray—good bye.

(Hand shake করিয়া প্রস্থান)

(ডাক্তারের প্রবল হাস্য। কুমুদের প্রবেশ)

কুমুদ। ও মশাই—বেটা Denhamএর কাণ্ডজ্ঞান দেখলেন?

ডাক্তার পাবে বিশ হাজার আর কম্পাউণ্ডার ফাউ? তা'হলে কাজে লেগে যাওয়া যাক কেমন? ডাঃ সোমেশ্বর মুখার্জ্জী—শ্যামবর্ণ রং, লম্বা—কপাল চওড়া—আঁ? টেলিগ্রাম—শান্তনু চ্যাটার্জ্জী ব্যস—Twenty thousand cash—(উভয়ের পুনরায় প্রবল হাস্য

পঞ্চম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(কলিকাতায় দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে গিরিশবাবুর বাড়ী। গিরিশ ও বড় বৌ)

বড় বৌ। হ্যাঁগা—এঁদের কই কদ্দিন আর কোন খবর পত্তর নেই—তোমার ডাক্তার বাবুদের? কোথায় সব কেমন আছেন কি জানি! চারিদিকে যেমন সব ধরপাকড় হলো—

গিরিশ। ওঁরা নিজেরা খবর না দিলে বড় বৌ—স্বয়ং বিধাতারও সাধ্য নেই ওঁদের খবর বের করেন। দেশ দেশ করেই পাগল সব। দেশের স্বাধীনতার জন্য কি তপস্যা! দধীচির কথা শাস্ত্রে শোনা ছিল—এবার প্রত্যক্ষ দেখা গেল।

বড় বৌ। সে কথা একশোবার। আহা! কত বড় বড় ঘরের ছেলে—কি বিদ্যে, কি রূপ, কি গুন। তবু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ভিখিরির অধম জীবন যাপন। কবে যে দেশ স্বাধীন হবে—সেদিন এত কষ্ট সার্থক হবে। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না?

গিরিশ। চাইবেন বই কী। এই দেখ—কত গোলাগুলীর হাঙ্গামা গেল। ভাঙা বাংলা জোড়া লাগল। আবার সারা দেশ জুড়ে কি প্রলয়কাণ্ড। কত ছেলের হলো ফাঁসি—কত লোক মলো গুলীর আঘাতে। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা—আজও বনেজঙ্গলে—দেশে বিদেশে আত্ম গোপন করে। তাঁদের রক্ত ঢালা সাধনা আজ আবার রূপান্তর পরিগ্রহ করে উদিত হয়েছে দেশের নব চেতনায়। সবরমতীর আশ্রম থেকে নতুন মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন —নতুন এক সাধক—মোহনদাস গান্ধী। এবার আর গোলাগুলী নয়। বোমা পিস্তলের বদলে একটা অপরূপ ভাবের বন্যায়—দেশ আজ মেতে উঠেছে।

বড় বৌ। আচ্ছা এবার ওঁরা কি করবেন? ডাক্তারবাবুদের মত লোক এই দলে এলে কিন্তু সবাই মাথায় করে নেবে—কি বল? নেবে না?

গিরিশ। এলে নেবারই কথা। তবে কি জানি ওঁদের পথ আর এদের পথ তো এক নয়। জানো বড় বৌ—মহেশবাবু মারা যাবার পর ওঁর সে চেহারা আজও ভুলতে পারিনি।

উঃ—যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বার পূর্ব্বলক্ষণ। তারপর বিদেশ যাবার আগে সেইদিন। আমায় বললেন—গিরিশবাবু, কিছু টাকা যোগাড় করে দিতে পারেন? তোমার সব গয়না আগেই গেছে। শেষ সম্বল—মরা মেয়েটার গলার বিছে রত্তি। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো একবার, কিন্তু তক্ষুনি চোখের সামনে মেয়েটা যেন দেশজননীর মূর্ত্তিতে ঝলমল করে ভেসে উঠলো। বিছে গাছটা হাতে করে ছুটে গিয়ে পোদ্দারের ঘর থেকে যা পেলাম এনে হাতে গুঁজে দিলাম। বললেন—গিরিশবাবু, এই দান সম্বল করেই বাংলার বাইরে চললাম। যদি ফিরি—আবার দেখা হবে।

বড় বৌ। (অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া) যেখানে আছেন—নির্ব্বিঘ্নে থাকুন। ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরুন। গয়নার দুঃখু আমার কোন দিন মনে আসবে না। সাধারণ গেরস্ত আমরা—তবু কখনও কোন তাচ্ছিল্য নেই—মা বলে ডেকে হাত পেতে গুড়-মুড়ি খেয়ে গেছেন। সংসারের জ্বালা সেইদিন থেকে আমার মন থেকে মুছে গেছে। ভাবি—এমন সোণার চাঁদের দল যেখানে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে পথের ভিকিরি—আমি তো সে তুলনায় রাজরাণী। আর এমনি পুণ্যি আমার যে মায়ের মতই স্থান দিয়েছেন—দেশের সেবায় আমাদের হাত থেকেও পূজো নিয়ে গেছেন।

গিরিশ। মানুষ নয় বড় বৌ—তাঁরা দেবতা। এই হতভাগা

দেশে যদি স্বাধীনতা কখনও আসে-সে আসবে—শুধু তাঁদেরই তপস্যায়— তাঁদের পরম তপস্যায়— আর নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনে।

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(মীর্জাপুরের বাসা। খবরের কাগজ হাতে কুমুদের প্রবল উচ্ছ্বাস। শান্ত মূর্ত্তিতে ডাক্তার উপবিষ্ট। মদন দর্শকরূপে উপভোগ করিতেছে)

কুমুদ। "বিপ্লবীরা অবাধে চলাফেরা করতে পারবে"—এক। 'তাদের বিগত জীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হবে না'—দুই। 'তারা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে'—তিন। 'তাদের পেছনে গুপ্তচর লেলিয়ে দেওয়া হবে না'—চার। 'তাদের গ্রেপ্তার করা হবে না'—পাঁচ। আরে মশাই কি করা যায় বলুন না? নাচবো না কি? মদন চল না হে— রাস্তায় গিয়ে একবার নেচে আসা যাক। দোহাই ডাক্তার দা, একবার উঠুন—চলুন সবাই মিলে রাস্তায় গিয়ে ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে প্রচার করে দিয়ে আসি ব্যাটাদেরকে এই Dr. Ray সঙ্গে নিয়ে তস্য কম্পাউণ্ডার শ্রীগুণবিহারী শর্ম্মা আর রসুই মদন চন্দোর—

ডাক্তার। তুমি যে একেবারে ক্ষেপে গেলে দেখছি?

কুমুদ। ক্ষেপে গেলাম মানে? Mad—I have turned

mad. কৃষ্ণের শতনাম বয়ে বয়ে দেশে দেশে পালিয়ে বেড়ানো তো ঘুচল। (ঘুরিয়া মদনকে) সখীগো—ওরে বাবা কি করি রে—

(জনৈক হিন্দুস্থানীর প্রবেশ)

হিন্দু। কেয়া হুয়া বাবুজী ? কেয়া হালত বা ?

কুমুদ। দিল বহুৎ তড়পাতা ভেইয়া। একঠো গানাসে সব ঠাণ্ডি হোগী। আও না ভেইয়া—
ধরো (সুরে) সখী গো—কি মোর করম ভেল—

হিন্দু। কেয়া তাজ্জব। বাঙালীন আদমীকো সব ভি তাজ্জব হ্যায়। (প্রস্থান)

কুমুদ। (উচ্চহাস্য)

মদন। দেখলেন তো রাঙাদা ? এবার কিন্তু কেউ এলে সে আর শুধু হাতে আসবে না। একেবারে লাঠি হাতে হানা দেবে।

(নেপথ্যে পিওন। 'চিঠি সাব।' মদনের প্রস্থান ও চিঠিসহ পুনঃপ্রবেশ)

দন। চিঠি। (ডাক্তারকে পত্র প্রদান)

কুমুদ। কোথা থেকে এলো ?

ডাক্তার। (পড়িয়া) আহ্বান—কলকাতা থেকে। এই সম্ভাবনাই মনে আসছিল। তোমাদের মত কি ?

মদন। কলকাতায় কিন্তু একবার যাওয়া খুবই দরকার মনে

হ'চ্ছে। সকলের সঙ্গে Contact না করলে, আমাদের পরবর্ত্তী programme কিছুই ঠিক করা যাবে না।

ডাক্তার। আমিও তাই ভাবছি।

কুমুদ। কি কাজ অত ভাবনায়? নাই বা হলো বিরাট পুরী নাই বা হোল সিংহাসন। এখানে এই ভাঙা ঘরে চেয়ার জুড়ে আপনি উপবেশন করুন- চামরের অভাবে আমরা কোঁচা দিয়ে ব্যজন করি- পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হোক অবসান। মীর্জ্জাপুরের ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে করুক ডাকুরয়ের জয়গান।

ডাক্তার। তা কেন। পাত্র-মিত্র, সভাসদ যে যেখানে আছেন সবার সাথে—পাণ্ডবদের হোক হস্তিনায় পুনঃপ্রবেশ। চল কলকাতায়—Let's strike the tent—

—তৃতীয় দৃশ্য—

(কলিকাতার রাজপথ, পার্শ্বস্থ পার্কে সমবেত বিপ্লবী নায়কগণ। অভয়, শিবেশ, অমূল্য, মনোহর, রাজীব, কুমুদ, অনঙ্গ ও ডাক্তার প্রভৃতি। আলোচনায় রত। দীর্ঘ দিনের পর একত্র সম্মিলনে সকলে উৎফুল্ল)

মনোহর। তা'হলে কি করণ যায়—তাই ঠিক করেন।

ডাক্তার। যে গণআন্দোলন সুরু হয়েছে—তাতে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত।

মনো। কিন্তু ভাইস্যা যাই যদি ?

ডাক্তার। ভেসে যদি যাই—সশস্ত্র বিপ্লবী হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। কিন্তু বিপ্লব আজ নবরূপ পরিগ্রহ করে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে বরণ করে নিতে না পারলে বিপ্লবী হিসেবে ব্যর্থ হব আমরা। শেষ পর্য্যায়ে গণসংযোগের পরিকল্পনা আমাদেরও ছিল।

অভয়। আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেশের যে স্বাধীনতার কথা এতদিন বলতে হয়েছে অতি সঙ্গোপনে—দু একজনের কাছে—সে কথা আজ প্রচারিত হচ্ছে হাটে মাঠে— জনতার মাঝখানে। শঙ্কা নেই, সংশয় নেই—কোন লুকোচুরি নেই।

ডাক্তার। সত্যিই তাই। যে বাণী এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল কয়েকটি তরুণের মধ্যে— আজ তাই ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। সেই মুষ্টিমেয় তরুণের মনে জাগ্রত মুক্তির আকাঙ্খাকে পুড়িয়ে ছারখার করতে গিয়ে— বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে ভারতময়। আজ কবিগুরুর সেই কবিতা মনে হচ্ছে আমার—

"পঞ্চশরে ভস্ম করে করিলে এ কি সন্ন্যাসী ?
বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলে তাহারে ?"

শিবেশ। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না এ জীবন। কেমন যেন দম আটকে আসছে।

অভয়। কেন?

শিবেশ। কোলাহলের প্লাবনে কি বিপ্লবের আগুন নিভিয়ে দেবো? ব্যর্থ করে দেবো আমাদের দীর্ঘদিনের নিভৃত তপস্যা?

ডাক্তার। (শান্তকণ্ঠে) ব্যর্থ হবে না ভাই। সে মহাতপস্যা ব্যর্থ হবার নয়। তাকিয়ে দেখ, সুচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিশোর তরুণ—আপন প্রাণের আলোতে পথ দেখে চলেছিল। সে আলো নিভিয়ে দেবার জন্য বর্ব্বর রাজশক্তি অত্যাচারের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিলে চারিদিকে। নিবাত, নিষ্কম্প সেই দীপশিখা তবু নিভলো না। বরঞ্চ শতগুণ তেজে উঠলো মহিমান্বিত হয়ে। আর যাকে তুমি কোলাহল মনে কচ্ছো—সেতো শুধু কোলাহল নয়, তার অন্তরালে আছে মহাজাগরণ। সে জাগরণ সম্ভব করেছে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন্দ্রনাথের মত শত শত সাধকের আত্মদান।

অমূল্য। ডাক্তারদা— (কুমুদ অমূল্যর হাত ধরিয়া ইঙ্গিতে থামাইয়া দিল)

ডাক্তার। অন্ধকারের মাঝে আমরা নীরবে বসে যে তপস্যা করেছি আলোর অভ্যুদয়ে আজ তা হয়ে উঠেছে সার্থক। সমগ্র দেশে তাই আজ বয়ে চলেছে চেতনার প্লাবন, জেগে উঠেছে—অধিকার দাবীর উন্মাদনা—ঐ শোন বিপ্লবের নতুন মন্ত্র কেমন মথিত করেছে দেশের আকাশ বাতাস—

(নেপথ্যে অসংখ্য নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—'বন্দেমাতরম্।' প্রবেশ করিল একটি শোভাযাত্রা —বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতসহকারে। গীতান্তে প্রস্থান)

(গীত)

বন্দেমাতরম্।

সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং, সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজৈধৃত খরকর বালে
অবলা কেন মা এত বলে ?
বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং, রিপুদল বারিণীং
মাতরম্, বন্দে............।

(ডাক্তার সশ্রদ্ধ নমস্কারপূর্ব্বক পরম পুলকে গাহিয়া উঠিলেন "বন্দেমাতরম।" তাঁহার দিকে চাহিয়া, নিজেদের অজ্ঞাতেই—চকিত বিস্ময়ে যোগদান করিলেন অপরাপর নায়কগণ—**"বন্দেমাতরম্"**)

যবনিকা